POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহকে ছাড়িয়া এমন কিছুর ইবাদত করিতেছ যাহা না তোমাদের অনিষ্ট করিতে পারে, না কোন উপকার, এবং আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

(আল মায়েদা: ৭৭)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 8

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 18

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 4 মে, 2023 13 শওয়াল 1444 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

কার্পণ্য করা থেকে বিরত থাকার এবং সদকা ও খয়রাত করার উপদেশ।

১৪২৭) হযরত হাকীম বিন হাজজাম (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন- 'উপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম। আর সর্বপ্রথম তাদেরকে দাও, যাদের তুমি লালন পালন কর আর উত্তম সদকা সেটিই যা চাহিদা পুরণের পর করা হয়। আর যে ব্যক্তি যাচনা করা থেকে রক্ষা পেতে চাইবে, আল্লাহ তাকে রক্ষা করবেন আর যে অমুখাপেক্ষিতা অর্জন করতে চাইবে আল্লাহ্ তা তাকে অমুখাপেক্ষি করবেন।

১৪৩১) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ঈদের দিন বাইরে এসে দুই রাকাত নামায পড়ালেন। তিনি (সা.) এর পূর্বে কিম্বা পরে কোন নামায পড়েন নি। অতঃপর মহিলাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন আর তাঁর সঙ্গে হযরত বিলাল (রা.) ছিলেন। তিনি (সা.) তাদেরকে উপদেশ দান করেন, তাদেরকে সদকা দিতে উদ্বুদ্ধ করেন। যার ফলে মহিলারা কেউ হাতের বালা, কেউ কানের গয়না নিক্ষেপ করছিল।

১৪৩৩) হযরত আসমা (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা.) আমাকে বলেছেন- বেঁধে রেখো না। (খুলে দাও) অন্যথায় তোমাদের কাছে আসা থেকে আটকে দেওয়া হবে।

* উসমান বিন আবি শিবা আবাদাহর পক্ষ থেকে এই হাদীসটিই আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আর এই কথাগুলি বলেছেন- 'গণনা করতে থেকো না, অন্যথায় আল্লাহও তোমাদেরকে গুনে গুনে দিবেন।

(সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড, কিতাবু যাকাত)

জুমআর খুতবা, ১৭ ই মার্চ, ২০২৩
সফর বৃত্তান্ত (যুক্তরাষ্ট্র)
প্রশ্নোত্তর পর্ব

ইসলামে দুটি ঈদ রয়েছে, যেগুলি অত্যন্ত আনন্দের দিন হিসেবে বিবেচিত হয় আর সেই দিনগুলিতে অসাধারণ আশিস ও কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। কিন্তু এই দিনগুলির মধ্যে একটি দিন রয়েছে সব থেকে বেশি কল্যাণ ও আনন্দের। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে দেখতে হয় যে, মানুষ এই দিনটির অপেক্ষা করে না আর সন্ধানও করে না ।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

প্রত্যেক ব্যক্তির স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের এমন কিছু দিন নির্ধারিত রেখেছেন যেগুলি অত্যন্ত আনন্দের দিন হিসেবে বিবেচিত হয় আর সেই দিনগুলিতে অসাধারণ আশিস ও কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। সেই দিনগুলির মধ্যে একটি হল জুমআর দিন। এই দিনটিও অত্যন্ত কল্যাণমণ্ডিত দিন। বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'লা হযরত আদম (আ.) কে জুমআর দিনেই সৃষ্টি করেছেন এবং এই দিনটিতেই তাঁর তওবা মঞ্জুর করা হয়েছিল। এছাড়াও এই দিনটি সম্পর্কে আরও অনেক কল্যাণ ও বিশেষত্ব বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে ইসলামের দুটি ঈদ রয়েছে। এই দুটি দিনকেও অত্যন্ত আনন্দের দিন হিসেবে ধরা হয়েছে এবং এর মধ্যে অসাধারণ কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কিন্তু স্মরণ রেখো! নিঃসন্দেহে এই দিনগুলি স্ব স্ব স্থানে কল্যাণ ও আনন্দের। কিন্তু এই দিনগুলির মধ্যে একটি দিন রয়েছে সব থেকে বেশি কল্যাণ ও আনন্দের। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে দেখতে হয় যে, মানুষ এই দিনটির অপেক্ষা করে না আর সন্ধানও করে না । অন্যথায় তারা যদি এর কল্যাণ ও বরকত সম্পর্কে অবগত হত বা পরোয়া করত, তবে বাস্তবে সেই দিনটি তাদের জন্য অত্যন্ত কল্যাণ ও আনন্দেত দিন হিসেবে সাব্যস্ত হত এবং লোকেরা এটিকে নিজেদের সৌভাগ্যের কারণ বলে মনে করত। সেই দিনটি কোনটি যেটি জুমআ ও ঈদের থেকেও উত্তম এবং কল্যাণমণ্ডিত? আমি তোমাকে বলছি, সেই দিনটি হল মানুষের তওবার দিন যা সেই সব কিছুর থেকে উত্তম এবং সমস্ত ঈদের থেকে উত্তম। কেন? কেননা, যে আমলনামা মানুষকে জাহান্নামের নিকটে নিয়ে যায় এবং ভিতর ভিতর ঐশী ক্রোধের অধীনে নিয়ে আসছিল এই দিনটিতে তা ধৌত করা হয় এবং তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। বস্তত, মানুষের জন্য এর থেকে বেশি আনন্দের দিন আর কি হতে পারে যা তাকে চিরন্তর জাহান্নাম ও ঐশী ক্রোধ থেকে মুক্তি দেয়? তওবা সম্পাদনকারী পাপী, যে কি না আল্লাহ্ তা'লা থেকে দূরে এবং তাঁর প্রকোপের অধীনে ছিল, এখন সে তাঁর নৈকট্য লাভ করে এবং জাহান্নাম ও শাস্তি তার থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেন- إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১১৪)

মুসলমানদের ঈদে যদি মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) অন্তর্ভুক্ত না থাকেন এবং বাহ্যিক ঈদেই তারা সন্তুষ্ট হয়ে যায় তবে সেই ঈদ কোনও কাজের নয়। নিঃসন্দেহে এই দিনটিতে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আনন্দ উদযাপন করার আদেশ করেছেন আর আমরা আনন্দ উদযাপন করতে বাধ্য থাকি, কিন্তু তবুও আমাদের অন্তরসমূহকে রোদন করতে থাকা উচিত।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন-

আমি বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, সেটিই আমাদের ঈদ হতে পারে যা মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর ঈদ। আমরা ঈদ পালন করছি অথচ সেটি যদি মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর ঈদ না হয় তবে সেটিকে কোনও মতেই ঈদ বলা যাবে না। বরং সেটি হবে শোক পালন। যেমনটি কারো বাড়িতে যদি মৃতদেহ পড়ে থাকে, পরিবারের কোনও গুরুত্বপূর্ণ সদস্য মারা যায়, তবে লক্ষ লক্ষ ঈদের চাঁদ উদিত হলেও সেটি শোকেরই দিন হবে। অনুরূপভাবে আজ থেকে তেরো বছরের বেশি সময় পূর্বে মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর মৃত্যু হলেও মুসলমানদের ঈদে যদি মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) অন্তর্ভুক্ত না থাকেন এবং বাহ্যিক ঈদেই তারা সন্তুষ্ট হয়ে যায় তবে সেই ঈদ কোনও কাজের নয়। নিঃসন্দেহে এই দিনটিতে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আনন্দ উদযাপন করার আদেশ করেছেন আর আমরা আনন্দ উদযাপন করতে বাধ্য থাকি, কিন্তু তবুও আমাদের অন্তরসমূহকে রোদন করতে থাকা উচিত। কেননা এখনও মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) এবং ইসলামের ঈদ আসে নি। মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) ঈদ সেমাই ও মিষ্টি খাওয়ার ফলে আসে না, বরং সেই ঈদ আসে কুরআন এবং ইসলামের প্রসারের ফলে। কুরআন ও ইসলাম প্রসার লাভ করলে মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের ঈদে অংশগ্রহণ করবেন এবং তিনি এই ভেবে আনন্দিত হবেন যে, 'যদি আমার মৃত্যুর তেরোশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমি পৃথিবীতে এসেছিলাম তা আমার জাতি এখনও পর্যন্ত বজায় রেখেছে।'

অতএব, চেষ্টা কর ইসলাম ও কুরআন করীমের প্রসার করার যাতে আমাদের ঈদে মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)ও অংশগ্রহণ করেন। আজকের দিন যদি মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর ঈদ হয় তবে এটি সমস্ত মুসলমানের ঈদ। কিন্তু আজকের এই ঈদে যদি মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) সামিল না থাকেন, তবে মুসলমানদের জন্য এটি নয় বরং শোকের দিন। অতএব, এই বিষয়টি স্মরণ রাখবেন। নিঃসন্দেহে আমাদের জামাত ইসলামের তবলীগের সুযোগ পেয়েছে, কিন্তু আমরা একথা বলতে পারি না যে, এই জিনিসটা আমাদের মাঝে ততটা প্রচলন পেয়েছে যে আমাদের সন্তানদের মাঝেও শত শত বছর ধরে প্রবাহমান থাকবে।

(খুতবা ঈদ, ২রা মে, ১৯৫৭)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

ওয়াকফে নওদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর সভা

* একজন ওয়াকফে নও হুযুর আনোয়ার (আই.) কে প্রশ্ন করেন যে, কুরআন করীমের যে আয়াতসমূহে যুদ্ধের উল্লেখ রয়েছে ইসলামের নিন্দুকরা সেগুলির উপর আপত্তি করলে আমরা তাদের এই উত্তর দিয়ে থাকি যে, এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হয় সেই সময় মক্কার কুফ্ফাররা মুসলামনদের উপর অবর্ণনীয় নিপীড়ন চালাচ্ছিল। আঁ হযরত (সা.) এবং অন্যন্য মুসলমানদেরকে যখন মক্কার কুফ্ফাররা বিতাড়িত করল এবং তাঁরা মদিনায় আশ্রয় গ্রহণ করল, সেখানেও তারা মুসলমানদেরকে শান্তিতে থাকতে দিল না। সেই সময় আল্লাহ্ তা'লা প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতির জন্য এই আয়াত নাযেল করলেন। এই উত্তর শুনে নিন্দুকেরা বলে, আপনারা তো এই দাবি করছেন যে, কুরআন করীমের শিক্ষা সকল যুগের জন্য এবং বর্তমানেও এর শিক্ষা দৈনন্দিন বিষয়ে পথ-প্রদর্শন করে। এমতাবস্থায় কুরআনের এই আয়াতগুলির সঙ্গে বর্তমান যুগের জীবনযাপনের কিসের সম্পর্ক?

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রথমতঃ ইসলামের উপর যারা আপত্তি করে তাদেরকে বলুন যে, কুরআন করীমে দুই হাজারের বেশি আয়াত আছে যেগুলিতে কোন না কোন ভাবে জেহাদের উল্লেখ রয়েছে। জিহাদ ও যুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রত্যেক জিহাদই যুদ্ধ নয়। অপরদিকে কুরআন করীমের তুলনায় বাইবেলে তিন গুণ বেশি অর্থাৎ পাঁচ হাজার বা এর থেকে বেশি এমন আয়াত রয়েছে যেখানে উগ্রতাপ্রিয়, যুদ্ধ-বিগ্রহের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ইঞ্জিলে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, কেউ যদি একগালে চড় মারে তবে দ্বিতীয় গালটিতেও চড় মারতে দাও। এই বিষয়েও ২৯০ টি বা ২৯১ টি এমন আয়াত রয়েছে। এটি তো হল অভিযোগমূলক উত্তর।

হুযুর বলেন: দ্বিতীয় কথা হল, ১৩ বছর পর্যন্ত আঁ হযরত (সা.) এবং তাঁর সঙ্গীদের উপর অত্যাচার হতে থাকল। কিন্তু তবুও আল্লাহ্ তা'লা যুদ্ধ করার অনুমতি দেন নি। যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল, আঁ হযরত (সা.) এবং তাঁর সাথীরা হিজরত করলেন। হিজরত করার দেড় বছর পর কুফ্ফাররা আক্রমণ করলে কুরআন করীমের এই আয়াত নাযেল হয় যাতে মুসলমানদেরকে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়। সুরা হজ্জের ৪০ ও ৪১ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা যুদ্ধের আদেশ দিলেন। আর এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মকে রক্ষা করা। এই আয়াতে লেখা আছে যে, বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণের পরিস্থিতিতে, মন্দির, মসজিদ, গীর্জাঘর, ইহুদীদের উপাসনাগার কোন কিছুই সুরক্ষিত থাকবে না। সেই চরম মূহুর্তে যখন অনুমতি দেওয়া হয় তা ছিল ধর্মকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: প্রকৃত ইসলামি ইতিহাস থেকেও একথাই প্রমাণিত হয়। তবে পাশ্চাত্যবিদদের ইতিহাস ছাড়া, যারা নিজেদের ইতিহাসে একথা প্রমাণ করেছে যে, ইসলাম আক্রমণ করেছে। অথচ ইসলাম কখনও আক্রমণ করে নি। যতক্ষণ পর্যন্ত না ইসলামকে সমূলে উৎপাটন করার জন্য এবং নির্যাতন নিপীড়ন করার জন্য তাদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে আঁ হযরত (সা.) কোন উত্তর দেন নি। এই কারণেই এই ধরণের একটি যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে আঁ হযরত (সা.) বললেন, এখন আমরা ছোট জেহাদ থেকে বড় জেহাদের দিকে ফিরে যাচ্ছি। আর সেটি হল কুরআন করীমের শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের জন্য সংগ্রাম বা জিহাদ। অতঃপর হুদাইবিয়ার সন্ধির পর শান্তি ও নিরাপত্তার কিছু সময় অতিবাহিত হল। এই সময়কালে ইসলাম ধর্ম যুদ্ধ চলাকালীন সময়ের থেকে অনেক দ্রুত বিস্তার লাভ করেছিল। অতএব যুদ্ধ বা উগ্রবাদের কারণে ইসলামের প্রসার হয় নি।

এরপর হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে ইরান আক্রমণ করলে তিনি (রা.) কেবল সেই আক্রমণের জবাব দিয়েছিলেন। মুসলমান সেনা ইরানের সীমান্তে গিয়ে থিতু হয়। সেই সময়ও যখন ইরানের সেনা আক্রমণ করে চলেছিল হযরত উমর মুসলমান সেনাদের এই নির্দেশই দিচ্ছিলেন যে, তোমরা প্রতি আক্রমণ করতে গিয়ে তাদের সীমা অতিক্রম করে ভিতরে প্রবেশ করে যেও না। কেবল প্রতিরক্ষা কর। কিন্তু ইরানীদের পক্ষ থেকে ক্রমাগত আক্রমণ হতে থাকলে হযরত উমর (রা.) জিজ্ঞাসা করেন যে, বার বার আক্রমণ কেন হচ্ছে। সেনাপতি উত্তর দেন আপনি আমাদের হাত বেঁধে রেখেছেন। এরপর কাদিসিয়া যুদ্ধের সূত্রপাত হয় যা মুসলমানদের উপর অত্যাচারের ফলে হয়েছিল। এরপর মুসলমান সেনারা যখন ভিতরে প্রবেশ করল, সেখানেও কাউকে জোর করে মুসলমান করা হয় নি।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এখন বাকি রইল প্রশ্ন এই যে, কুরআন করীমের শিক্ষা প্রত্যেক যুগের জন্য কি না? কুরআনে করীমের শিক্ষা সকল যুগের জন্য এবং কুরআন করীম ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র সম্ভাবনা থেকে শুরু করে বৃহত থেকে বৃহত সম্ভাবনাকে কভার করে। একথা কোথাও লেখা নেই যে, যেহেতু বড় সম্ভাবনার উল্লেখ রয়েছে এই কারণে ছোট সম্ভাবনার জন্য কোন শান্তি নেই বা বড় সম্ভাবনার পরিস্থিতি তৈরী না হলে ছোট সম্ভাবনার পরিস্থিতিও তৈরী হবে। এটি একটি সম্পূর্ণ ও ব্যাপক শরিয়ত যা প্রত্যেক সম্ভাবনা অর্থাৎ সম্ভাব্য সকল বিষয়কে নিজের মধ্যে সমাবিষ্ট রেখেছে। কুরআন করীমে বলা হয়েছে, যদি এমন পরিস্থিতি তৈরী হয় তবে তোমরা যুদ্ধ করবে। কুরআন করীম আঁ হযরত (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। বুখারীর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, যখন আঁ হযরত (সা.) মসীহ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী করেন, তখন তিনি বলেন মসীহ যুদ্ধ রহিত করবেন বা যুদ্ধের অবসান ঘটাবেন। তিনি কোন যুদ্ধের অবসান করবেন? ধর্মীয় যুদ্ধের। এর অর্থ হল, সেই সময় ধর্মীয় যুদ্ধ সংঘটিত হবে না। শত্রুদের পক্ষে থেকে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য সেইভাবে যুদ্ধ হবে না যেভাবে কুফফাররা আঁ হযরত (সা.)-এর সঙ্গে করত বা পারসী বা অন্যারা করেছিল। এমনকি খৃষ্টানরাও যুদ্ধ করেছিল। অতএব একথা একেবারে সঠিক যে, কুরআন করীম সকল যুগের জন্য।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন,ঈসা মসীহ যুদ্ধ মুলতুবি করবেন। অপরদিকে তিনি বলেন, যে যুদ্ধে যাবে সে কাফেরদের সঙ্গে ভীষণভাবে পর্যদুস্ত হবে। কেননা আঁ হযরত (সা.) মসীহ্র জন্য এই ঘোষণা দিয়েছেন যে, তিনি যুদ্ধ রহিত করবেন। অতএব এখন যদি তোমরা যুদ্ধের জন্য যাও তবে কাফেরদের হাতে লাঞ্ছিত হবে। কেননা ধর্মীয় কারণে ইসলামের উপর আক্রমণ হচ্ছে না। আল্লাহ্ তা'লা যেখানে একথা বলেছেন যে যুদ্ধ কর এবং জিহাদ কর সেখানেও এবিষয়ে আশ্বস্ত করা হয়েছে তোমরা জয়যুক্ত হবে। বর্তমান কালে কোন মুসলমান দেশটি যুদ্ধে জয় লাভ করছে বা মুসলমারা যুদ্ধ করে কোন সফলতা লাভ করেছে? এর অর্থ হল, এটি জিহাদ নয়। এই যুদ্ধ আল্লাহ্র নামে হচ্ছে না। প্রকৃত বিষয় হল এই যে, যখন মসীহর আগমণ ঘটবে তখন তিনি শান্তি ও সম্প্রীতির প্রসার করবেন, যেরূপে পূর্বের মসীহ করেছিলেন। প্রেম-প্রীতি ও শান্তির শিক্ষাই পূর্বের মসীহ দিয়েছিলেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন,, আমিও সেই মসীহ্র পদাঙ্ক অনুসরণে এসেছি। সেই মসীহ মূসার উম্মতের ছিলেন। আমি মহম্মদের উম্মতের এসেছি আর আমিও প্রেম-প্রীতির প্রসার করব। এই কারণে যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসান হয়েছে। তবে হ্যাঁ, যদি কোন সময় এমন সম্ভাবনা তৈরী হয় যে, ইসলামের উপর ধর্মীয় কারণে আক্রমণ করা হচ্ছে এবং ইসলামকে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হচ্ছে তখন জিহাদের আয়াতটি বলবৎ হবে। কিন্তু বর্তমানে এই পরিস্থিতি তৈরী হয় নি। এই কারণে এই আয়াত বলবৎ হচ্ছে না। যখন আইন প্রণয়ন করা হয় বা কোন দেশের আইন তৈরী হয়, তখন প্রত্যেক নাগরিককে ধরে এনে শাস্তি দেওয়া বা ফাঁসিতে ঝোলানো এর উদ্দেশ্য থাকে না। অতএব হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন যে, যুদ্ধের অবসান হয়েছে অর্থাৎ তা স্থগিত রাখা হয়েছে। কেন স্থগিত করা হল? কেননা, ইসলামের উপর এখন ধর্মীয় কারণে আক্রমণ হচ্ছে না। ভবিষ্যতে যদি এমনটি হয় তবে এই আয়াতগুলি আমাদেরকে যুদ্ধ করার আদেশ ও অনুমতি প্রদান করে। এবং এই পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ তা'লা বিজয়ের নিশ্চয়তাও দিয়েছেন।

* একজন ওয়াকফে নও নিবেদন করে যে, সিরিয়ায় রাসায়নিক অস্ত্র দ্বারা আক্রমণের পর আমেরিকার বায়ু সেনা যে আক্রমণ করেছে, আমরা কি ধরে নিতে পারি যে, এই আক্রমণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে বা ইসলামের বিরুদ্ধে হচ্ছে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: প্রশ্ন হল, সিরিয়া প্রশাসন নিজের দেশের মুসলমান নাগরিকদেরকেই যেভাবে হত্যা করছে সেটা সম্পর্কে কি ধারণা করব? একদিকে রাশিয়া সিরিয়ার সহায়তা করছে এবং সাধারণ মানুষকে হত্যা করছে, আর তারা সব মুসলমান। তারাও তো এই কলেমাই পাঠ করে। অপরদিকে আমেরিকা আক্রমণ এই কারণে আক্রমণ করছে যে, যে সমস্ত মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে তাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে। এই কারণে অন্য সব (অত্যাচারী) মুসলমানদেরকে হত্যা কর। অতএব যুলুম উভয় দিক থেকে হচ্ছে। এই কারণেই আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, অন্যায়কে প্রতিহত কর। যদি হাত দিয়ে প্রতিহত করতে না পার তবে কথার মাধ্যমে কর। আর যদি তাও সম্ভব না হয় তবে তাদের জন্য দোয়া কর। আমাদের তো এখন শক্তি নেই। আমরা তো কেবল দোয়াই করতে পারি যে, আল্লাহ্ তা'লা এই সকল মুসলমান নেতৃত্ববর্গকে বিবেক দান করুন। যে সমস্ত মুসলিম বিদ্রোহী গোষ্ঠী রয়েছে তাদেরকেও বিবেক দিন। আর সন্ত্রাসীরা যারা ইসলামের নামে অত্যাচার করছে তাদেরকেও বিবেক দান করুন। উভয় পক্ষ জোট তৈরী করে ফেলেছে। একটি মুসলমান দল রাশিয়ার সঙ্গে জোট বেঁধেছে এবং দ্বিতীয় দলটি আমেরিকার সঙ্গে। তাই আমরা এটিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ কিভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি? মুসলমানদের মধ্যেই যখন বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে, তখন আমরা কিভাবে একথা বলতে পারি? এছাড়াও তুরস্ক কুর্দদেরকে হত্যা করছে বা সিরিয়া সরকার সুন্নী ও শিয়াদেরকে হত্যা করছে। প্রতিদিন সন্ত্রাসবাদী হামলা হচ্ছে। গতকাল তালিবানরা আফগানিস্তানে ১৩০ জন সেনাকে হত্যা করেছে। এগুলি কি ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। মুসলমানরা তো স্বয়ং কপট সেজে বসে আছে। আর এটিই ভবিতব্য ছিল। কেননা এগুলি ইসলামী যুদ্ধ নয়। যেরূপ আমি পূর্বেই বলেছি, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, তোমরা পর্যদুস্ত হবে। যদি ইসলামের নামে যুদ্ধ করার চেষ্টা কর বা দাঈশ ইসলামের নামে যুদ্ধ করার চেষ্টা করে একের পর পর এক আঘাতে ধ্বংস হয়ে হয়ে গেছে। এখন আর তাদের আছেই বা কি? তারা পর্যদুস্ত হয়েছে। বস্তুতঃ যদি তারা ইসলামের নামে যুদ্ধ করত এবং তাদের যুদ্ধ ইসলামের যুদ্ধ হত তবে ধ্বংস হওয়ার পরিবর্তে তাদের জয়লাভ করা উচিত ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তো বিজয় লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন। আল্লাহ্ তা'লা এই লক্ষণ বলে দিয়েছেন যে, যদি তোমরা ইসলামের নামে যুদ্ধ কর তবে অবশ্যই জয়লাভ করবে। কেননা এক্ষেত্রে আমার সাহায্য সংযুক্ত হবে। আপনারা কোথাও এদেরকে জয়লাভ করতে দেখছেন? সর্বত্র নৈরাজ্যই চোখে পড়ছে। পরিশেষে তারা ইয়াজুজদের দলে গিয়ে যোগ দিচ্ছে না হয় মাজুজদের শরণাপন্ন হচ্ছে এবং দাজ্জালদের কাছে গিয়ে বলছে আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতএব যখন

এরপর ১০ ও ৮ পাতায়..

জুমআর খুতবা

" খোদার পক্ষ থেকে আমিই সেই সংস্কারক যার আগমন এই শতাব্দীর শিরোভাগে নির্ধারিত ছিল, যাতে ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত ঈমানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করি এবং খোদার পক্ষ থেকে শক্তি লাভ করে তাঁরই হাতের আকর্ষণে পৃথিবীকে সংশোধন, তাকওয়া এবং সত্যের পথে টেনে নিয়ে আসি এবং তাদের বিশ্বাসগত ও কর্মগত ভুল-ভ্রান্তির সংশোধন করি।"

(হযরত মসীহ মওউদ)

আরও একটি জামাত রয়েছে যা শেষ যুগে আত্মপ্রকাশ করবে। তারাও প্রথমত অন্ধকার ও পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত থাকবে এবং জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং দৃঢ় বিশ্বাস থেকে দূরে থাকবে। তখন খোদা তাদেরকেও সাহাবাদের রঙে রঙীন করবেন।'

(হযরত মসীহ মওউদ)

মসীহ্ মওউদ ও পারস্যবংশীয় ব্যক্তির যুগ যেহেতু একই এবং তাদের কাজও এক অর্থাৎ ঈমান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, তাই এটি সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ হলো যে, মসীহ্ মওউদই পারস্যবংশীয় ব্যক্তি এবং তাঁর জামা'ত সম্পর্কেই এই وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ আয়াতটি।

দ্বিতীয় দল যারা উপরোক্ত আয়াত অনুসারে সাহাবীদের অনুরূপ তারা হলো মসীহ্ মওউদের দল। কেননা এই দলও সাহাবীদের মতো মহানবী (সা.)-এর মু'জিযাসমূহ প্রত্যক্ষকারী এবং অন্ধকার ও ভ্রষ্টতার পর হেদায়াত লাভকারী। وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ আয়াতে যে এই দলটিকে 'মিনহুম' (তাদের মধ্য থেকে) মর্যাদার অর্থাৎ সাহাবীদের সদৃশ হওয়ার নেয়ামতের ভাগিদার করা হয়েছে।

খোদা তা'লা আমাকে চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে এই ঈমানের সংস্কার এবং মারেফাতের জন্য প্রেরণ করেছেন।

আজ মুসলমানরা যদি এই সত্য বিষয়টি উপলব্ধি করে অর্থাৎ যে মসীহ্ ও মাহদী আগমন করার ছিল তিনি আগমন করেছেন আর মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার প্রেমিক এবং সত্যিকারের দাস ইনিই এবং তাঁর বয়আতের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হওয়া মহানবী (সা.)-এর আদেশ অনুযায়ী আবশ্যক এবং পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর বয়আতের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হলে পৃথিবীতে মুসলমানরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারতো অন্যথায় তাদের অবস্থা তা-ই থাকবে যা বর্তমানে হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা এদের সুবুদ্ধি দিন।

গতকাল ছিল ২৩ মার্চ । আমরা সৌভাগ্যবান যে, আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা নিজ প্রতিশ্রুতি এবং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রেরিত যুগ ইমাম মসীহ্ মওউদ ও প্রতিশ্রুত মাহদীকে মান্য করার তৌফিক দান করেছেন।

মসীহ মওউদ দিবস উপলক্ষ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর ভাষায় সূরা জুমআর আয়াতের তফসীর, মসীহ মওউদ এর যুগের বিভিন্ন নিদর্শন, ভবিষ্যদ্বাণী এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দাবীসমহের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা।

সারা বিশ্বের আহমদীদের জন্য, বিশেষ করে পাকিস্তান, বুর্কিনাফাসো এবং বাংলাদেশের আহমদীদের জন্য এবং পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত রক্ষা করার জন্য দোয়ার আহ্বান।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২৪ শে রা মার্চ, ২০২৩, এর জুমুআর খুতবা (২৪ আমান ১৪০২ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۙ وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۔ (الجمعة: 3-4)

(সূরা জুমুআ: ০৩-০৪)

এই আয়াতগুলোর অনুবাদ হলো, তিনিই নিরক্ষরদের মাঝে তাদেরই মধ্য থেকে এক মহান রসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

এবং তাদেরকে পবিত্র করেন আর তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেন, যখন কিনা এর পূর্বে তারা নিশ্চিতভাবে প্রকাশ্য ভ্রষ্টতায় নিপতিত ছিল। আর তাদেরই মধ্য থেকে অন্যদের প্রতিও তিনি তাকে প্রেরণ করেছেন যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী ও পরম প্রজ্ঞাবান।

২৩ মার্চ দিনটি আহমদীয়া জামা'তে মসীহ্ মওউদ দিবস হিসেবে সুপরিচিত।

গতকাল ছিল ২৩ মার্চ । আমরা সৌভাগ্যবান যে, আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা নিজ প্রতিশ্রুতি এবং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রেরিত যুগ ইমাম মসীহ্ মওউদ ও প্রতিশ্রুত মাহদীকে মান্য করার তৌফিক দান করেছেন। ২৩ মার্চ ১৮৮৯ সনে লুধিয়ানায় তিনি নিষ্ঠাবান বন্ধুদের কাছ থেকে প্রথমবার বয়আত গ্রহণ করেন আর এভাবে নিষ্ঠাবানদের একটি জামা'তের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের সূরা জুমুআর যে আয়াতদ্বয় আমি তিলাওয়াত করেছি তাতে মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাসের আগমন এবং তাঁর মাধ্যমে একটি জামা'ত প্রতিষ্ঠার সংবাদ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পবিত্র কুরআনে মসীহ্ মওউদ এর আগমন সম্পর্কে আরও আয়াত রয়েছে। তাছাড়া হাদীসেও আগমনকারী মসীহ্ মওউদ ও প্রতিশ্রুত মাহদী-র আগমনের ভবিষদ্বাণী রয়েছে।

এখন আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাষায় সূরা জুমুআর উক্ত আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা এবং যেসব বিভিন্ন নিদর্শনের কথা আগমনকারীর যুগের বিষয়ে বলা হয়েছিল আর বিভিন্ন যেসব ভবিষ্যদ্বাণী ছিল অধিকন্তু(এক্ষেত্রে) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিজের দাবি কী ছিল– তা সংক্ষেপে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাষায় উপস্থাপন করব।

আয়াতের তফসীরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"এই আয়াতের সারাংশ হলো, খোদা তা'লা হলেন সেই খোদা যিনি এমন সময়ে রসূল প্রেরণ করেছেন যখন মানুষ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থেকে বঞ্চিত হয়ে গিয়েছিল আর ধর্মীয় প্রজ্ঞাপূর্ণ জ্ঞান, যার মাধ্যমে আত্মা পরিপূর্ণ হয় এবং মানবাত্মা জ্ঞানগত ও ব্যবহারিক উৎকর্ষে পৌঁছে– তা সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে গিয়েছিল। আত্মার সংশোধনের সকল পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল আর মানুষ ভ্রষ্টতায় নিপতিত ছিল। অর্থাৎ খোদা ও তাঁর সোজা পথ থেকে তারা অনেক দূরে সরে গিয়েছিল। তখন এমন সময়ে খোদা তা'লা স্বীয় নিরক্ষর রসূল কে প্রেরণ করেন আর সেই রসূল তাদের আত্মাকে পবিত্র করেন আর কিতাবের জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় তাদেরকে পরিপূর্ণ করেন। অর্থাৎ নিদর্শন এবং মু'জিযা সমূহ দ্বারা তাদেরকে নিশ্চিত জ্ঞানের স্তরে উপনীত করেন। আর খোদার পরিচয় লাভের জ্যোতিতে তাদের হৃদয়কে আলোকিত করেন। আর এরপর বলেন যে, আরও একটি দল রয়েছে যারা শেষ যুগে আত্মপ্রকাশ করবে। তারাও প্রথমে অন্ধকার ও ভ্রষ্টতায় নিপতিত থাকবে। আর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং নিশ্চিত বিশ্বাস থেকে অনেক দূরে থাকবে। তখন খোদা তা'লা তাদেরকেও সাহাবীদের রঙে রঙীন করবেন, অর্থাৎ সাহাবীরা যা কিছু দেখেছেন তা তাদেরকেও দেখানো হবে। এমনকি তাদের নিষ্ঠা ও দৃঢ় বিশ্বাসও সাহাবীদের নিষ্ঠা ও দৃঢ় বিশ্বাসের সদৃশ হয়ে যাবে। আর সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) এই আয়াতের তফসীর করার সময় সালমান ফার্সীর কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন, لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَيَّا لَنَالَهُ رَجُلٌ مِنْ فَارِسَ অর্থাৎ ঈমান যদি সপ্তর্ষিমণ্ডলে তথা আকাশেও উঠে যায়, তবুও পারস্যবংশীয় এক ব্যক্তি তা ফিরিয়ে আনবেন। এদ্বারা তিনি এই কথার দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, শেষ যুগে পারস্যবংশীয় এক ব্যক্তি জন্ম নেবেন; সেই যুগে যে যুগ সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, তখন কুরআন আকাশে তুলে নেয়া হবে। সেই যুগটিই মসীহ্ মওউদের যুগ। [যখন ঈমান উঠে গিয়েছে, কুরআন আকাশে চলে গিয়েছে অর্থাৎ এর (নির্দেশ) পালন করা বন্ধ হয়ে গিয়েছে– তাই এই যুগই মসীহ্ মওউদের আগমনের যুগ।] আর এই পারস্যবংশীয় ব্যক্তিই তিনি যার নাম মসীহ্ মওউদ। কেননা ক্রুশীয় আক্রমণ, যা ভঙ্গ করার জন্য মসীহ্ মওউদের আসার কথা, সেই আক্রমণ ঈমানের ওপরই হবে এবং এই সমস্ত লক্ষণাবলী ক্রুশীয় আক্রমণের যুগের বিষয়েই বর্ণিত হয়েছে। আর লেখা আছে যে, মানুষের ঈমানের ওপর এই আক্রমণের খুবই নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এই আক্রমণকেই অন্য কথায় দাজ্জালী আক্রমণ বলা হয়। আসারসমূহে (অর্থাৎ শরীয়ত সম্পর্কে সাহাবীদের উদ্বৃত বিষয়াদিতে) বর্ণিত হয়েছে যে, সেই দাজ্জালের আক্রমণের সময় অনেক মূর্খ এক-অদ্বিতীয় খোদাকে পরিত্যাগ করবে এবং অনেক মানুষের ঈমানের প্রতি ভালোবাসা শীতল হয়ে যাবে। আর মসীহ্ মওউদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হবে ঈমানকে পুনরুজ্জীবিত করা। কারণ আক্রমণ হবে ঈমানের ওপর এবং 'লাও কানাল ঈমান' হাদীস দ্বারা, যাতে পারস্যবংশীয় ব্যক্তির কথা রয়েছে, একথা সাব্যস্ত হয় যে, সেই পারস্যবংশীয় ব্যক্তি ঈমানকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য আসবেন। সুতরাং মসীহ্ মওউদ ও পারস্যবংশীয় ব্যক্তির যুগ যেহেতু একই এবং তাদের কাজও এক অর্থাৎ ঈমান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, তাই এটি সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ হলো যে, মসীহ্ মওউদই পারস্যবংশীয় ব্যক্তি এবং তাঁর জামা'ত সম্পর্কেই এই وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ আয়াতটি। এই আয়াতের অর্থ হলো, চরমপথভ্রষ্টতার পর হেদায়েত ও প্রজ্ঞা লাভকারী এবং মহানবী (সা.)-এর মু'জিযা ও কল্যাণরাজি প্রত্যক্ষকারী দল কেবল দুইটিই; প্রথমত মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণ যারা মহানবী (সা.)-এর আগমনের পূর্বে চরম অন্ধকারে নিপতিত ছিলেন এবং এরপর খোদা তা'লার কৃপায় তারা নবীজীর যুগ পেয়েছেন ও স্বচক্ষে মু'জিযাসমূহ দেখেছেন এবং ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ প্রত্যক্ষ করেছেন আর একীন তথা দৃঢ় বিশ্বাস তাদের মধ্যে এমন এক পরিবর্তন সৃষ্টি করে দেয় যে, তাদের যেন শুধু আত্মাই অবশিষ্ট ছিল। দ্বিতীয় দল যারা উপরোক্ত আয়াত অনুসারে সাহাবীদের অনুরূপ তারা হলো মসীহ্ মওউদের দল। কেননা এই দলও সাহাবীদের মতো মহানবী (সা.)-এর মু'জিযাসমূহ প্রত্যক্ষকারী এবং অন্ধকার ও ভ্রষ্টতার পর হেদায়াত লাভকারী। আর وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ আয়াতে যে এই দলটিকে 'মিনহুম' (তাদের মধ্য থেকে) মর্যাদার অর্থাৎ সাহাবীদের সদৃশ হওয়ার নেয়ামতের ভাগিদার করা হয়েছে– তা একথার প্রতিই ইঙ্গিত করে। অর্থাৎ যেভাবে সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম মহানবী (সা.) -এর মু'জিযাসমূহ দেখেছেন ও ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ প্রত্যক্ষ করেছেন তেমনিভাবে তারাও প্রত্যক্ষ করবেন, আর মধ্যবর্তী যুগ পূর্ণাঙ্গরূপে এই নেয়ামত লাভের সুযোগ পাবে না। অতএব বর্তমানে এমনটিই হয়েছে; তেরোশ বছর পর মহানবী (সা.)-এর মু'জিযাসমূহের দুয়ার উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছে এবং মানুষজন স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করেছে। দারে কুতনী ও ফাতাওয়া ইবনে হাজরে বর্ণিত হাদীস অনুসারে রমজান মাসে কুসুফ ও খুসুফ সংঘটিত হয়েছে, অর্থাৎ রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়েছে। আর যেমনটি হাদীসের বর্ণনা ছিল সেভাবেই চন্দ্রগ্রহণ তার গ্রহণের রাতসমূহের মধ্যে প্রথম রাতে এবং সূর্যগ্রহণ তার গ্রহণের দিনগুলোর মধ্যম দিনে সংঘটিত হয়েছে। (আর এগুলো) এমন সময়ে (সংঘটিত হয়েছে) যখন মাহদী হবার দাবিকারক বিদ্যমান ছিল এবং এরূপ ঘটনা পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি হবার পর আর কখনো ঘটে নি। কেননা এখন পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি ইতিহাস থেকে এই ঘটনার কোনো দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারে নি। [কেউ ইতিহাস থেকে প্রমাণ করতে পারে নি যে, এরূপ আর কখনো ঘটেছে।] সুতরাং এটি মহানবী (সা.)-এর একটি মু'জিযা ছিল যা মানুষ স্বচক্ষে দেখেছে। এরপর মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্র যুগে 'যুস সিনীন' তথা পুচ্ছবিশিষ্ট তারকা উদিত হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছিল, যা উদিত হতে সহস্র সহস্র মানুষ দেখেছে। পুচ্ছবিশিষ্ট তারকা। একইভাবে জাভা'র অগ্নুৎপাতও লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে। একইভাবে প্লেগের প্রাদুর্ভাব এবং হজ্জ বন্ধ হওয়াও সবাই স্বচক্ষে দেখেছে। দেশে রেলগাড়ির প্রচলন হওয়া এবং উষ্ট্র বেকার হওয়া- এসবকিছু মহানবী (সা.)-এর মু'জিযা ছিল যা বর্তমান যুগে ঠিক সেভাবেই দেখা হয়েছে যেভাবে সাহাবা রাযিআল্লাহু আনহুম বিভিন্ন মু'জিযা দেখেছিলেন। একারণেই মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ্ এই শেষোক্ত দলটিকে 'মিনহুম' শব্দে সম্বোধন করেছেন যাতে এটি ইঙ্গিত বহন করে যে, মু'জিযা অবলোকনের দিক দিয়ে তারাও সাহাবীদের রঙে রঙিন। চিন্তা করে দেখো! তেরোশ বছরে মিনহাজিন নবুয়্যত-এর এমন যুগ আর কারা পেয়েছে? এই যুগ যেখানে আমাদের জামা'ত গঠিত হয়েছে তা বিভিন্ন আঙ্গিকে সাহাবা রাযিআল্লাহু আনহুমের সাথে সাদৃশ্য রাখে। তারা বিভিন্ন মু'জিযা ও নিদর্শনাবলী দেখেন, আজও দেখছেন যেভাবে সাহাবীরা (রা.) দেখেছেন। তারা খোদা তা'লার নিদর্শনাবলী এবং নিত্যনতুন ঐশী সমর্থনের কল্যাণে জ্যোতি ও বিশ্বাস লাভ করে যেমনটি সাহাবীরা পেয়েছিলেন। তারা খোদার পথে ঠাট্টাবিদ্রুপ, তিরস্কার ও ভর্ৎসনা এবং বিভিন্ন প্রকার কষ্টদায়ক, অশ্রাব্য কথাবার্তা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা প্রভৃতির দুঃখবেদনা ভোগ করছে, যেমনটি সাহাবীরা সহ্য করেছিলেন। (বর্তমানেও একই অবস্থা বিরাজমান।) তারা খোদা তা'লার জ্বলন্ত নিদর্শনাবলী এবং ঐশী সাহায্য-সমর্থন ও প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষার কল্যাণে পবিত্র জীবন লাভ করছে, যেমনটি সাহাবীরা লাভ করেছিল। (এর অগণিত দৃষ্টান্ত রয়েছে।) তাদের মধ্যে অনেকেই এমন আছেন যারা নামাযে কাঁদে এবং নয়নের অশ্রুতে সিজদাগাহ্কে সিক্ত করে, যেভাবে সাহাবা রাযিআল্লাহু আনহুম ক্রন্দন করতেন। তাদের মধ্যে অনেকে এমন আছেন যারা সত্যস্বপ্ন দেখেন এবং ঐশী এলহাম লাভের সৌভাগ্যে ভূষিত হয়, যেমনটি সাহাবা রাযিআল্লাহু আনহুম হতেন। তাদের অধিকাংশ এমন যারা নিজেদের পরিশ্রম দ্বারা অর্জিত অর্থ কেবল খোদা তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে আমাদের জামা'তে (পেছনে) ব্যয় করে, যেমনটি সাহাবা রাযিআল্লাহু আনহুম ব্যয় করতেন। তাদের মধ্য থেকে এমন অনেককে পাবে যারা মৃত্যুকে স্মরণ রেখে কোমল হৃদয় ও সত্যিকার খোদাভীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে. যেমনটি সাহাবা রাযিআল্লাহু আনহুমের জীবনচরিত ছিল। তারা খোদার দল যাদেরকে খোদা নিজেই দেখে রাখছেন এবং প্রতিনিয়ত তাদের হৃদয়কে পবিত্র করছেন আর তাদের বক্ষকে ঈমানের প্রজ্ঞায় পূর্ণ করছেন এবং ঐশী নিদর্শনাবলী দ্বারা তাদেরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করছেন ঠিক যেভাবে সাহাবীদের (রা.) আকৃষ্ট করতেন। মোটকথা, এই জামা'তের মাঝে সেসব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান যা 'আখারীনা মিনহুম' শব্দ দ্বারা প্রতিভাত হয়। আর খোদার কথা একদিন পূর্ণ হওয়াও আবশ্যক ছিল।

তিনি (আ.) আরো বলেন, 'আখারীনা মিনহুম' আয়াতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, মসীহ্ মওউদ-এর এই জামা'ত যেভাবে সাহাবা রাযিআল্লাহু আনহুমের জামা'তের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি এই জামা'তের ইমাম তিনিও প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ মহানবী (সা.)-এর সাথে সাদৃশ্য রাখেন, যেভাবে স্বয়ং মহানবী (সা.) প্রতিশ্রুত মাহদীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাঁর সদৃশ হবেন এবং

তার সত্তায় দু'টি সাদৃশ্য বিরাজ করবে। একটি সাদৃশ্য হযরত মসীহ্ (আ.) -এর সাথে, যে-কারণে তিনি মসীহ্ নামে অভিহিত হবেন এবং দ্বিতীয় সাদৃশ্য মহানবী (সা.)-এর সাথে, যে-কারণে তিনি মাহদী নামে অভিহিত হবেন। এই রহস্যের প্রতি ইঙ্গিত প্রদানের জন্যই লেখা আছে যে, তার দেহের একটি অংশ ইসরাঈলী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও রঙের হবে এবং দ্বিতীয় অংশ আরব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও রঙের হবে। হযরত মসীহ্ (আ.) এমন সময় আবির্ভূত হয়েছিলেন যখন মূসার ধর্ম গ্রীক শাস্ত্রবিদদের আক্রমণে ভয়াবহ অবস্থার শিকার হয়েছিল। আর তওরাতের শিক্ষা ও এর বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী এবং নিদর্শনাবলীর ওপর ভয়ঙ্কর আক্রমণ করা হতো আর গ্রীক মতাদর্শ অনুযায়ী খোদা তা'লার অস্তিত্বকেও এমন এক সত্তা বিবেচনা করা হয়েছিল যে, যিনি শুধুমাত্র সৃষ্টিকুলের মাঝেই বিদ্যমান এবং পরিকল্পনা মাফিক (বিশ্বজগতকে) পরিচালনা করছেন না। (অর্থাৎ সাধারণ সৃষ্টির মতই আর সকল শক্তির আধার নয়। এমন কোন সত্তা নয় যে, যা চাইবে তাই করতে পারবে।)আর নবুয়্যত সম্পর্কে পরিহাস করা হতো। যেভাবে হযরত ঈসা (আ.) যিনি হযরত মুসা (আ.) এর চৌদ্দশ'বছর পর এসেছিলেন তার আবির্ভাবের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার পরিকল্পনা ছিল, মূ সায়ী নবুয়্যতের যথার্থতা এবং এই ধর্মের সত্যতার বিষয়ে জীবন্ত সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা করা আর নিত্য-নতুন সাহায্য-সমর্থন এবং ঐশী সাক্ষ্য দ্বারা মূসায়ী শরীয়তের পুনরায় সংস্কার করে দেওয়া। একইভাবে এই উম্মতের জন্য (নির্ধারিত) মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে প্রেরণ করা হয়। তঁ ার আবির্ভাবের উদ্দেশ্যও এটিই ছিল যে, ইউরোপের দর্শন এবং ইউরোপের দাজ্জালিয়্যাত (বা চক্রান্ত) যেভাবে ইসলামের ওপর বিভিন্ন প্রকার আক্রমণ করেছে এবং মহানবী (সা.)-এর নবুয়্যত এবং বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী ও অলৌকিক নিদর্শনাবীকে অস্বীকার এবং কুরআনের শিক্ষার ওপর আপত্তি আর ইসলামের কল্যাণরাজি ও জ্যোতিকে চরম উপহাসের দৃষ্টিতে দেখেছিল; এসব আক্রমণকে ধ্বংস করে এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়তের প্রতি সহস্র সহস্র শান্তি বর্ষিত হোক, একে প্রাঞ্জল সত্যায়ন এবং সমর্থন দ্বারা সত্য-সন্ধানীদের সামনে সুস্পষ্ট করে দেখায়। আর এই রহস্য সম্পর্কেই আজ থেকে ১৭ বছর পূর্বে বারাহীনে আহমদীয়ায় (উদ্ধৃত) একটি এলহাম হয়েছিল। খোদা তা'লার সেই এলহাম লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে ছাপিয়ে (প্রকাশ) করা হয়েছে। আর তা হলো- *বাখুরাম কেহ্ ওয়াক্তে তু নযদীক রসীদ ও পায়ে মুহাম্মদীয়াঁ বর মিনারে বুলন্দ তর মুহকম উফতাদ)* ।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বয়ং এটির ব্যাখ্যাগত অনুবাদ করেছেন তা হলো, এখন প্রকাশিত হও এবং বের হও কেননা তোমার সময় সন্নিকটে আর সেই সময় আসন্ন যখন মুহাম্মদী (অর্থাৎ মুসলামানদেকে) গর্ত থেকে বের করা হবে। এবং এক সুউচ্চ এবং সুদৃঢ় মিনারের ওপর তার পা পড়বে।"

(নুযুলুল মসীহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৮, পৃ: ৫১১ থেকে ইলহামের অনুবাদ)

পুনরায় বলেন, মহাপবিত্র মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) নবীদের নেতা। আল্লাহ্ তোমার সকল কাজ যথার্থ করবেন এবং তোমার সকল উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেন। আল্লাহ্র সেনাদল এ দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করবে। এই নিদর্শনের দাবি হলো, পবিত্র কুরআন আল্লাহ্র কিতাব এবং আমার মুখ নিসৃত বাণী। আর ভালোভাবে লক্ষ্য করো, আমার নিদর্শন দ্বারা কি দাবি করা হয়েছে। (এটি এলহামের মাধ্যমে আল্লাহ তা'লা তাকে বল ছেন)। তিনি (আ.)বলেন, এখনই আমি বর্ণনা করেছি যে, মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যানের যুগে নতুন নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে তওরাতকে সত্যয়ন করার জন্য হযরত ঈসা (আ.) এসেছিলেন। আর একই উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'লা আমাকে প্রেরণ করেছেন যাতে নিত্য-নতুন নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের সত্য সম্পর্কে উদাসীন লোকদের সম্মুক্ষে উপস্থাপন করা হয়। আর এদিকেই ঐশী এলহামে ইঙ্গিত রয়েছে যে, (উচ্চারণ: পায়ে মুহাম্মদীয়া বর মিনার বুলন্দতর মুহাকেম উফতাদ।) আর একই ইঙ্গিত বারাহীনে আহমদীয়ার অন্য এলহামে রয়েছে যে,

اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ لِتُنْذِرَ
قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ قُلْ اِنِّيْٓ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ۔"

(উচ্চারণ: আর রহমান, আল্লামাল কুরআন, লে তুনযিরা কওমাম মা উনযিরা আবাউহুম ওয়া লি তাসতাবিনা সাবিলাল মুজরিমিন। কুল ইন্নি উমিরতু ওয়া আনা আউয়ালুল মু'মিনীন)। অর্থাৎ, পরম অনুগ্রহশীল খোদা তোমাকে কুরআন শিখিয়েছেন, যাতে তুমি সেসব মানুষকে সতর্ক করো যাদের পূর্বপুরুষকে সতর্ক করা হয়নি। এবং যাতে অপরাধীদের পথ চিহ্নিত হয়।

অপরাধীদের পথ উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ার অর্থ হলো, অপরাধীদের সম্বন্ধে আল্লাহ্র অকাট্য প্রমাণ পূর্ণ হয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, আমি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট আর আমি সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী।

তিনি বলেন, কেউ যদি বলে, হযরত ঈসা আল্লাহর নবী হিসেবে তাওরাতের সত্যায়ন করতে এসেছিলেন তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আপনার সাক্ষ্যের কী মূল্য রয়েছে? তিনি তো আল্লাহর নবী ছিলেন, আল্লাহ্ তা'লা নবী বানিয়ে তাওরাতের সত্যায়নের জন্য পাঠিয়েছিলেন, আপনি কীভাবে ও কোন্ যোগ্যতায়কুরআনের সাক্ষ্য দিতে এসেছেন? তিনি (আ.) বলেন, এই স্থানেও নতুন করে সত্যায়নের জন্য একজন নবীর প্রয়োজন ছিল। লোকেরা বলে, সাক্ষ্য কী দাবি রাখে, এখানেও নতুনভাবে সত্যায়নের জন্য একজন নবীরইপ্রয়োজন ছিল। একথা মানুষ বলে। অতএব এর উত্তর হলো ইসলামে তো সেই নবুয়্যতের দরজা বন্ধ যা নিজের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করে। অর্থাৎ স্বাধীন ও শরীয়তবাহী নবুয়্যত।

তিনি (আ.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ আর হাদিসেও আছে, 'লা নাবিয়া বাআদী' । এতো সবের পরও সুনিশ্চিত কুরআনী আয়াত দ্বারা হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু প্রমাণিত, তাই পুনরায় পৃথিবীতে তার ফিরে আসার প্রত্যাশা করা বৃথা আশামাত্র। [কুরআনও ব লে, হাদীসও বলে আর ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু হয়েছে- এটিও প্রমানিত, তাই এটি তো পুরোপুরি ভ্রান্ত প্রত্যাশা যে, ঈসা (আ.) আবার আসবেন] তিনি (আ.) বলেন, নতুন বা পুরাতন অন্য কোনো নবী যদি আসেন তাহলে আমাদের নবী (সা.) খাতামুল আম্বিয়া কীভাবে থাকবেন? অর্থাৎ যদি তাঁর খতমে নবুয়্যতের বাইরে আসে। হ্যাঁ, ওহী-এলহাম ও ঐশী বাক্যালাপের দ্বার রুদ্ধ নয়, এক্ষেত্রে নতুন নতুন নিদর্শনের মাধ্যমে ধর্মের সত্যতা নিশ্চিত করা এবং সত্য ধর্মের সাক্ষ্য দেওয়াই হবে এর উদ্দেশ্য। অতএব খোদা তা'লার সব নিদর্শনই একই মর্যাদা রাখে তা নবীর মাধ্যমে প্রকাশিত হোক বা ওলীর মাধ্যমে, কেননা প্রেরক একজনই। এমন মনে করা নিতান্তই অজ্ঞতা ও মূর্খতা যে, আল্লাহ্ তা'লা যদি নবীর হাত দ্বারা বা নবীর মাধ্যমে স্বর্গীয় সাহায্য করেন তবে তা হয় শক্তি ও প্রতাপের দিক থেকে প্রবল কিন্তু সেই সাহায্যই যদি ওলীর মাধ্যমে হয় তাহলে তা শক্তি ও প্রতাপের দিক থেকে দুর্বল হয়ে থাকে। বরং ইসলামের সমর্থ নে এমন কোনো কোনো নির্দশন প্রদর্শিত হয় যখন কোনো নবীও থাকেন না আর ওলীও থাকেন না। যেভাবে হস্তী বাহিনীকে ধ্বংস করার নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, এটি তো সর্বজন বিদিত। তোমরা তো বলে থাক, নবী নেই তাই এটি হতে পারে না - এটি হলো সেই কথার উত্তর। নবী না থাকলেও ওলীর মাধ্যমে হতে পারে, এতটুকু মেনে নিন। ওলীও যদি না থাকেন তবুও আল্লাহ্ নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন, যেভাবে হস্তী বাহিনীকে নির্দশন দেখিছেন। তিনি (আ.) বলেন, এটি তো সর্বজন বিদিত যে, ওলীর কারামত বা নির্দশন আসলে অনুসৃত নবীরই মো'জেযা হয়ে থাকে। অর্থাৎ তিনি যে নবীর অনুসরণ করছেন এটি তারই মো'জেযা। যখন কারামতও মো'জেযা সাব্যস্ত হলো তখনমো'জেযাগুলোর মাঝে পার্থক্য করা কোনো মু'মিনের কাজ নয়। এছাড়াও সহীহ্ হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, মুহাদ্দাসরাও নবী এবং রসূলদের মতো আল্লাহর প্রেরিতদের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া এটিও একটি দলিল যে, মুহাদ্দাসও নবী এবং রসূলদের অন্তর্ভূক্ত। বুখারী শরীফে রয়েছে, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُوْلٍ وَلَا نَبِيٍّ وَلَا مُحَدَّثٍ -এর কিরাত গভীর মনোযোগ সাথে পাঠ করুন। এছাড়া একই সাথে অন্য একটি হাদীসে আছে, عُلَمَاءُ أُمَّتِيْ كَأَنْبِيَاءِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ (উলামায়ু উম্মতি কাআম্বিয়ায়ে বনী ইসরাঈল)। তিনি (আ.) বলেন, সূফীরাও তাদের কাশফ বা সত্যস্বপ্নের মাধ্যমে এ হাদীসটির সঠিকত্ব মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে যাচাই করিয়ে নিয়েছেন, অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে এর সত্যায়ন করিয়ে নিয়েছেন। একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, মুসলিম শরীফে প্রতিশ্রুত মসীহ্ র সম্পর্কে 'নবী' শব্দটিও এসেছে। এটিও মনে রাখুন, আপনারা বলে থাকেন (তিনি) নবী নন। তাই প্রথমে তিনি ওলীর প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন আর অন্যটি হলোপ্রতিশ্রুত মসীহর জন্য 'নবী' শব্দটি হাদীসে এসেছে। অর্থাৎ রূপকভাবে এবং পরিভাষাগতভাবে এসেছে। এজন্যই বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকেও আল্লাহ্ তা'লা পক্ষ থেকে এ ধরনের শব্দমালা আমার জন্য র য়েছে। এই এলহাম রয়েছে যে, هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى। এখানে রসূল বলতে এ অধমকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)। আর এরপর বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকে জারিউল্লাহ্ ফী হুলালিল আম্বিয়া- এ এলহামটি দেখুন। এর অর্থ হলো, নবীদের পোশাকে খোদার রসূল। তোমরা বলে থাক, নবী না। অথচ হাদীসেও এসেছে আর আল্লাহ্ তা'লা আমাকেও বলছেন, আমি নবী। এই এলহামে আমার নাম রসূলও রাখা হয়েছে আর নবীও। অতএব স্বয়ং আল্লাহ্ যে ব্যক্তির এই নাম দিয়েছেন তাকে সাধারণ জ্ঞান করা চরম পর্যায়ের ঔদ্ধত্য আর আল্লাহর বিভিন্ন নিদর্শনের সাক্ষ্য কোনোভাবেই দুর্বল হতে পারে না তা নবীর মাধ্যমে হোক বা মুহাদ্দাসের মাধ্যমে। প্রকৃত বিষয় হলো, স্বয়ং আমাদের নবী (সা.) -এর নবুয়্যত ও তাঁর কল্যাণ একটি প্রকাশস্থল সৃষ্টি করে নিজেই নিজের সাক্ষ্য দেওয়ায় আর ওলী নাম কামান ফ্রিতে। আসলে যেসব নির্দশন প্রকাশিত হচ্ছে তা প্রকাশিত হচ্ছে মহানবী (সা.)-এর সত্যতার। ওলীর নাম বা অন্য যারই নাম মাঝে আসছে, অর্থাৎ যার মাধ্যমে (নিদর্শন প্রকাশিত) হচ্ছে তার নাম বিনা পারিশ্রমিকে এসে যাচ্ছে। তিনি (আ.) বলেন, সুতরাং যে ওলী আসলে সত্যায়নকারী সে তাঁর কাছ থেকে সৌন্দর্য লাভ করে কিন্তু তিনি (সা.) তার থেকে সৌন্দর্য প্রাপ্ত হন না। "

(রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৪, পৃ: ৩০৪-৩১০)

নিজ দাবি সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, খোদা তা'লা যুগের বর্তমান অবস্থা প্রত্যক্ষ করে এবং পৃথিবীকে নানা ধরণের পাপ, অবাধ্যতা ও পথভ্রষ্টতায় পরিপূর্ণ দেখতে পেয়ে সত্যের প্রচার ও সংশোধনের জন্য আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করে প্রেরণ করেছেন। এছাড়া এ যুগও এমন (অবস্থায়) ছিল যখন এই পৃথিবীর মানুষ হিজরী

ত্রয়োদশ শতাব্দী পার করে চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে পৌঁছে গিয়েছিল। তখন আমি সেই নির্দেশ পালনের জন্য সাধারণ মানুষকে লিখিত বিভিন্ন বিজ্ঞাপন ও বক্তৃতার মাধ্যমে এই আহ্বান জানাতে আরম্ভ করি যে, এই শতাব্দীর শিরোভাগে ধর্মের সংস্কারের জন্য খোদার পক্ষ থেকে যার আসার কথা ছিল আমিই সেই ব্যক্তি। যাতে সেই ঈমান যা পৃথিবী থেকে উঠে গেছে তা পুনরায় প্রতিষ্ঠা করি এবং খোদার কাছ থেকে শক্তি লাভ করে তাঁরই হাতের আকর্ষণে জগদ্বাসীকে সংশোধন, তাকওয়া ও সততার দিকে আকৃষ্ট করি আর তাদের বিশ্বাস ও কর্মের ভুলত্রুটি দূর করি। এরপর এ অবস্থায় কয়েক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'লার ওহীর মাধ্যমে আমার নিকট স্পষ্ট করা হয় যে, সেই মসীহ্ যে এই উম্মতের জন্য সূচনালগ্ন থেকেই প্রতিশ্রুত ছিল এবং সেই শেষ মাহদী যে ইসলামের অধঃপতনের সময় ও পথভ্রষ্টতার বিস্তৃতির যুগে সরাসরি খোদার কাছথেকে হেদায়েতপ্রাপ্ত আর সেই স্বর্গীয় খাদ্যকে নবরূপে মানুষের সামনে উপস্থাপনকারী ঐশী নিয়তির অধীনে নির্ধারণ করা হয়েছিল যার (আগমনের) সুসংবাদ আজ থেকে তেরশ বছর পূর্বে রসূলুল্লাহ্ (সা.) দিয়েছিলেন, আমিই সে ব্যক্তি। এছাড়া এ সম্পর্কে ঐশী বাক্যালাপ এবং রহমান খোদার সম্বোধন এমন স্পষ্ট ও অধিকহারে হয়েছে যে, সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। অবতীর্ণ প্রতিটি ওহী একটি লৌহ পেরেকের ন্যায় হৃদয়ে গেঁথে যেত আর এসব ঐশী বাক্যালাপ এমন সব মহান ভবিষ্যদ্বাণীতে পূর্ণ ছিল যে, সেগুলো দেদীপ্যমান সূর্যের ন্যায় পূর্ণ হতো।"

(তাযকিরাতুশ শাহাদাতাঈন, রূহানী খাযায়েন, খন্ড-২০, পৃ: ৩-৪)

তিনি (আ.) আরো বলেন, এমন সময় এবং এমন যুগে যখন খোদাকে শনাক্ত করার জ্যোতি কমতে কমতে পরিশেষে সহস্র সহস্র প্রবৃত্তিগত অমানিশার পর্দায় ঢাকা পড়ে যায়, বরং অধিকাংশ লোক নাস্তিকের ন্যায় হয়ে যায় এবং পৃথিবী পাপ, উদাসীনতা ও ঔদ্ধত্যতায় পূর্ণ হয়ে যায় ; এমন অবস্থায় খোদা তা'লার আত্মাভিমান, প্রতাপ ও মর্যাদা নিজ সত্তাকে মানুষের কাছে পুনরায় প্রকাশ করতে চায়। সুতরাং যেভাবে আদিকাল থেকে তাঁর সুন্নত রয়েছে (সে অনুসারে) আমাদের এযুগ তেমনই সব অবস্থা ও লক্ষণ নিজের মাঝে ধারণ করে। (এমন অবস্থায়) খোদা তা'লা আমাকে চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে এই ঈমান ও তত্ত্বজ্ঞানকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য আবির্ভূত করেছেন। এছাড়া তাঁর সাহায্য, সমর্থন ও অনুগ্রহে আমার দ্বারা ঐশী নিদর্শন প্রকাশিত হয় এবং তাঁর ইচ্ছা ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী দোয়াসমূহ গৃহীত হয় আর অদৃশ্যের সংবাদ অবগত করা হয় এবং কুরআনের গুপ্ত সত্য ও তত্ত্বজ্ঞান বর্ণনা করা হয় আর শরীয়তের বিভিন্ন জটিল ও কঠিন বিষয়ের সমাধান করা হয়। এছাড়া আমি সেই মহা সম্মানিত ও মহা পরাক্রমশালী খোদার কসম খেয়ে বলছি যিনি মিথ্যার শত্রু এবং মিথ্যাবাদীকে ধ্বংসকারী, আমি তাঁর পক্ষ প্রেরিত এবং তাঁর প্রেরণের ফলে সঠিক সময় এসেছি আর তাঁর আদেশেই দন্ডায়মান হয়েছি এবং আমার প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি আমার সাথে রয়েছেন আর তিনি আমাকে বিনষ্ট করবেন না এবং আমার জামা'তকেও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবেন না যতক্ষণ না তিনি তাঁর সকল উদ্দেশ্য পূর্ণ করেন যার ইচ্ছা তিনি ব্যক্ত করেছেন। তিনি আমাকে চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে (ঐশী) নূরের পূর্ণতার জন্য প্রত্যাদিষ্ট করেছেন আর তিনি আমার সত্যায়নের জন্য রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ ঘটিয়েছেন এবং পৃথিবীতে অসংখ্য সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন যা সত্যান্বেষীদের জন্য যথেষ্ট ছিল আর এভাবে তিনি তাঁর অকাট্য দলিলপ্রমাণ পূর্ণ করেছেন।"

(আরবাঈন নম্বর-২, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃ: ৩৪৭-৩৪৮)

অ-আহমদীদের পক্ষ থেকে আপত্তি হয়ে থাকে (সে প্রসঙ্গে) তিনি (আ.) আরো বলেন, তাদের এ প্রশ্ন করার অধিকার রয়েছে যে, (আপনার) প্রতিশ্রুত মসীহ্ হওয়ার দাবি আমরা কীভাবে মেনে নিব? আপনার এ দাবি কীভাবে মেনে নিব আর কী প্রমাণ রয়েছে যে, আপনি-ই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্? ঠিক আছে যে, যুগের পরিচায়ক পরিস্থিতিও তেমনই, সবকিছুই রয়েছে আর বিভিন্ন নিদর্শনও প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু এটি কীভাবে বুঝব যে, আপনি-ই সেই মসীহ্ মওউদ? তিনি (আ.) বলেন, এর উত্তর হ লো, যে যুগ, যে দেশ ও যে শহরে মসীহ্ মওউদের আবির্ভাব হওয়া কুরআন ও হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত আর যেসব বিশেষ কর্মকাণ্ডকে মসীহ্ র সত্তার জন্য চূড়ান্ত কারণ ধরা হয়েছে এবং যেসব স্বর্গীয় ও পার্থিব বিপদাপদকে মসীহ্ মওউদের আবির্ভাবের লক্ষণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে আর যেসব জ্ঞান ও গূঢ়তত্ত্বকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ র বিশেষত্ব আখ্যা দেওয়া হয়েছে সেই সমস্ত বিষয় আল্লাহ্ তা'লা আমাতে, আমার যুগে এবং আমার দেশে একত্রিত করে দিয়েছেন। বিভিন্ন ঘটনাও ঘটছে, রোগবালাইয়ের প্রাদুর্ভাবও হয়েছে, ভূমিকম্পও সংঘটিত হচ্ছে, ঐশী নিদর্শনাবলীও পূর্ণ হচ্ছে এবং আমার দাবিও বিদ্যমান আর আল্লাহ্ তা'লা আমার দ্বারা নিদর্শনও প্রদর্শন করছেন। অতএব তোমরা কীভাবে বল যে, আমি (সেই মসীহ্) নই? এগুলোই তো দলিল। সে সমস্ত বিষয় আল্লাহ্ তা'লা আমার মাঝে, আমার যুগে এবং আমার দেশে একত্রিত করে দিয়েছেন আর অধিকতর আত্মতৃপ্তির জন্য আমাকে ঐশী সাহায্য ও সমর্থন করা হয়েছে। তিনি (আ.) বলেছেন, ঐশী সাহায্যের মধ্যে পুচ্ছ বিশিষ্ট তারকা, সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ, প্লেগ ছড়িয়ে পড়া, ভুমিকম্প হওয়া ইত্যাদি অনেক বিষয় রয়েছে।জামা'তের বিভিন্ন উন্নতির পূর্বেই অবগত হওয়া, নিদর্শনাবলী এবং ঐশী সাহায্য ও সমর্থনের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) অনেকগুলো বিষয় বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে তিনি (আ.) অনেকগুলো পুস্তক রচনা করেছেন, যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি। এর কতিপয়, অর্থাৎ দু-একটি বিষয় বর্ণনা করছি।

তিনি (আ.) বলেন, একটি মহান নিদর্শন হলো, আজ থেকে ২৩ বছর পূর্বে র বারাহীনে আহমদীয়াতে এই এলহাম রয়েছে যে, মানুষ এই জামা'তকে ধ্বংস করার চেষ্টা করবে। (এখনও তারা চেষ্টা করছে। ১৩২ বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে)। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তারা সব ধরণের ষড়যন্ত্র করবে কিন্তু আমি এই জামা'তকে বৃদ্ধি করব এবং পরিপূর্ণতা দান করব আর তা এক বাহিনীতে পরিণত হবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের প্রাধান্য থাকবে আর আমি তোমার নামকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে সুখ্যাতি দান করব। এছাড়া দলে দলে মানুষ দূর থেকে আসবে, সবদিক থেকে আর্থিক সাহায্য আসবে, বাড়িঘর প্রশস্ত করো- এসব প্রস্তুতি আকাশে নেয়া হচ্ছে। এখন লক্ষ্য করো! এই ভবিষ্যদ্বাণী কোন্ যুগের যা আজ পূর্ণ হয়েছে! এগুলো খোদা তা'লার নিদর্শনা যা চক্ষুস্মান লোকেরা দেখছে কিন্তু যারা অন্ধ তাদের কাছে এখনও কোনো নিদর্শন প্রকাশিত হয় নি।

(নুযুলুল মসীহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৮, পৃ: ৩৪৫)

যেভাবে আমি বলেছি, এগুলোর অনেক বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এখানে আরো কিছু নিদর্শন বর্ণনা করে দিচ্ছি। জ্ঞান বিষয়ক নিদর্শনাবলী এবং সাহায্য ও সমর্থন সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, একবার এক হিন্দু ভদ্রলোক কাদিয়ানে আমার কাছে আসেন যার নাম স্মরণ নেই। এরপর তিনি (আ.) লিখেন, মনে পড়েছে, তার নাম স্বামী শোগান চন্দ্র ছিল। তিনি বলেন, আমি একটি আন্তঃধর্মীয় সম্মেলন করতে চাই আর এ সম্মেলনের নামকরণ করা হয়েছে 'ধরম মাহোৎসব', অর্থাৎ ধর্মসমূহের মহা সম্মেলন। আমি একটি আন্তঃধর্মীয় সম্মেলন করতে চাই। আপনিও আপনার ধর্মের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে কোনো প্রবন্ধ লিখুন যেন তা এই সম্মেলনে পাঠ করা যায়। আমি অপারগতা প্রকাশ করি, কিন্তু তিনি অত্যন্ত দাবির সাথে বলেন, আপনি অবশ্যই লিখুন। আমি যেহেতু জানি, আমি আমার নিজস্ব ক্ষমতায় কিছুই করতে পার ব না বরং বলতে গেলে আমার মাঝে কোনোশক্তিই নেই। আল্লাহ্ না বলালে আমি বলতে পারি না আর আল্লাহ্ না দেখালে আমি কিছুই দেখতে পারি না,তাই আমি আল্লাহ্ র দরবারে দোয়া করি, তিনি যেন আমার মাঝে এমন কোনো প্রবন্ধ ইলকা করে দেন যা এ সমাবেশের সব বক্তৃতার ওপর জয়যুক্ত হয়। আমি দোয়া করার পর দেখি, আমার মাঝে এক বিশেষ শক্তি সঞ্চার করা হয়েছে। আমি এই ঐশী শক্তির এক ক্রিয়া নিজের মাঝে অনুভব করি এবং আমার বন্ধুবর্গ যারা সেসময় উপস্থিত ছিলেন তারা জানেন, আমি এই প্রবন্ধের কো নো রাফ কপি লিখি নি, আমি যা কিছু লিখেছি কলম ধরে একাধারে লিখে গিয়েছি আর এমন জলদি ও দ্রুত লিখছিলাম যে, অনুলিপি প্রস্তুত কারীদের জন্য এত দ্রুত অনুলিপি করা দুষ্কর হয়ে গিয়েছিল। আমি যখন প্রবন্ধ লিখে শেষ করেছি তখন আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এলহাম হয়, প্রবন্ধ শ্রে ষ্ঠত্ব লাভ করেছে। সারকথা হলো, এই সমাবেশে যখন সেই প্রবন্ধ পাঠ করা হয়, এ প্রবন্ধ পাঠের সময় শ্রোতাদের ওপর এক মন্ত্রমুগ্ধকর অবস্থা ছেয়ে যায় আর সবদিক থেকে প্রসংশা ধ্বনিগুঞ্জরিত হতে থাকে, এমনকি উক্ত সমাবেশের সভাপতি এক হিন্দু ভদ্রলোক যার সভাপতিত্বে এই জলসা পরিচালিত হচ্ছিল তার মুখ থেকেও এ বাক্য অবলীলায় বেরিয়ে পড়ে যে, এ প্রবন্ধ সকল প্রবন্ধের ওপর প্রাধান্যলাভ করেছে। লাহোর থেকে প্রকাশিত ইংরেজি পত্রিকা সিভিল এ্যান্ড মিলিটারী গেজেটও সাক্ষীস্বরূপ প্রকাশকরেছে, এই প্রবন্ধ শ্রেষ্ঠ হয়েছে। এছাড়াও সম্ভবত প্রায় ২০টি উর্দু পত্রিকাও রয়েছে যারা একই সাক্ষী দিয়েছে। কতিপয় বিদ্বেষী লোক ব্যতীত সকল ভাষার (পত্রিকার) অভিব্যক্তি এটিই ছিল যে, এই প্রবন্ধই জয়যুক্ত হয়েছে আর আজও শত শত মানুষ বিদ্যমান, যারা একই সাক্ষ্য দিচ্ছেন। বরং আজও, অর্থাৎ বর্তমান যুগেও লোকেরা এ পুস্তক, অর্থাৎ ইসলামী নীতি দর্শন পুস্তক পাঠ করে আহমদীয়াত গ্রহণ করছে। মোটকথা, সব দলের সাক্ষ্য উপরন্ত ইংরেজি পত্রিকাগুলোর সাক্ষ্য অনুযায়ী আমার 'প্রবন্ধ জয়যুক্ত হয়েছে' ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে গেছে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা জাদুকরদের সাথে মূসা নবীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মতই ছিল, কেননা এই সমাবেশে বিভিন্ন মতবাদের লোকেরা নিজ নিজ ধর্ম ও মতবাদ সম্পর্কে বক্তৃতা শুনিয়েছিল এদের কতক খ্রি ষ্টান ছিল, কতক সনাতন ধর্মের হিন্দু , কতক ছিল আর্য সমাজী হিন্দু , এছাড়াও কিছু ছিল ব্রাহ্মণ, কিছু শিখ এবং আমাদের বিরুদ্ধবাদী কিছু মুসলমানও ছিল। এদের প্রত্যেকে নিজ নিজ লাঠি দিয়ে কল্পিত সাপ বানিয়ে রেখেছিল, কিন্তু খোদা যখন আমার হাতে ইসলামী সত্যতার লাঠি এক পবিত্র ও তত্ত্বসমৃদ্ধ বক্তৃতা আকারে তাদের সামনে নিক্ষেপ করেছেন তখন এটি অজগর হয়ে সবকিছুকে গিলে ফেলে আর আজ পর্যন্ত মানুষ আমার এই বক্তৃতার প্রশংসার সাথে চর্চা করে যা আমার মুখ থেকে বেরিয়েছিল। ফালহামদু লিল্লাহে আলা যালিক।"

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ২৯১-২৯২, টিকা)

এরপর তিনি (আ.) আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, এটি ঐশী নিদর্শন যার উল্লেখ বারাহীনে আহমদীয়াতে করা হয়েছে আর সেটি হলো يَاأَحْمَدُ فَاضَتِ الرَّحْمَةُ عَلَى شَفَتَيْكَ । হে আহমদ বাগ্মিতা ও প্রাঞ্জলতার ঝর্ণাধারা তোমার ঠোটে জারি করা হয়েছে। অনন্তর এর সত্যায়ন অনেক বছর ধরে অব্যহত

আছে। আরবী ভাষায় অনেক বাগ্মী ও প্রাঞ্জল পুস্তক রচনা করে হাজার হাজার রুপির পুরস্কার ঘোষণা করে মুসলমান ও খ্রিষ্টান আলেমদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে, কিন্তু কেউ মাথা তুলে দাঁড়ায় নি এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য কেউই আসে নি। এটি কি খোদার নিদর্শন নাকি মানুষের প্রলাপ?চ

(আঞ্জামমে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ২৯০-২৯১)

মানুষ তো বিভিন্ন কথা বলে, আজও বলছে, কিন্তু সেসময় তো কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসে নি।

এরপর দোয়ার কবুলিয়্যতের নিদর্শন হিসেবে দোয়া কবুলিয়্যতের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। অসংখ্য ঘটনা আছে তন্মধ্যে আমি একটি উপস্থাপন করছি। তিনি (আ.) বলেন, সম্প্রতি যে নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে তা হলো দোয়া কবুলিয়্যতের একটি নিদর্শন আর এটি মূলত মৃতকে জীবিত করার নামান্তর। এই ভূমিকার বিস্তারিত বিবরণ হলো, দক্ষিণ হায়দারাবাদ নিবাসী আব্দুর রহমান সাহেবের পুত্র আব্দুল করীম আমাদের স্কুলের এক শিক্ষার্থী ছিল। ঘটনা চক্রে একটি পাগলা কুকুর তাকে আক্রমণ করে। অর্থাৎ পাগল কুকুর তাকে কামড়ে দেয়। আমরা তার উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে কসূলি পাঠিয়ে দিই। কিছুদিন কসূলিতে তার চিকিৎসা হয়। এরপর সে কাদিয়ানে ফিরে আসে। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর তার মাঝে উন্মাদনার উপসর্গ দেখা দিতে থাকে। অর্থাৎ পাগল কুকুর কামড়ালে (জলাতঙ্ক রোগের) যেসব উপসর্গ দেখা দেয় তা পুনরায় প্রকাশ পায়। সে পানিকে ভয় পেতে থাকে আর ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। তখন এই দূর দেশ থেকে আগত অসহায় বেচারার জন্য আমার হৃদয় খুবই ব্যাকুল হয়ে পড়ে। সে স্ব দেশ থেকে অনেক দূরে এসেছিল, অসহায় দরিদ্র মানুষ ছিল। আমার হৃদয় তার জন্য খুবই অস্থির হয়ে যায় এবং দোয়ার প্রতি বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। সবাই ভেবেছিল, এই অসহায় ছেলে কয়েক ঘন্টা পরই মারা যাবে। নিরুপায় হয়ে তাকে বোর্ডিং থেকে বের করে পৃথক একটি ঘরে সব ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করে অন্যদের থেকে পৃথক রাখা হয়। আর অপরদিকে কসূলির ইংরেজ ডাক্তারদের কাছে বার্তা পাঠানো হয় এবং জিজ্ঞেস করা হয় যে, এমন পরিস্থিতিতে তার কোনো চিকিৎসা আছে কী? তাদের পক্ষ থেকে টেলিগ্রামে উত্তর আসে, এখন তার কোনো চিকিৎসাই সম্ভব নয়। কিন্তু এই অসহায় স্বদেশ হারা ছেলের জন্য আমার হৃদয়ে একান্ত আবেগ সৃষ্টি হয় আর আমার বন্ধুবর্গও তার জন্য দোয়া করতে অনেক জোর দেয়, কেননা তার এমন অসহায়ত্বের অবস্থায় এই ছেলে দয়ার পাত্র ছিল। এছাড়া মনে এ শঙ্কারও উদ্রেক হয় যে, সে যদি মারা যায় তাহলে নোংরাভাবে তার মৃত্যু শত্রুদের উল্লাসের কারণ হবে। শত্রু তথা যারা বিরুদ্ধবাদী রয়েছে তারা হৈচৈ করে বলবে যে, দোয়া কবুলিয়্যতের খুব তো দাবি করে! তখন আমার মন তার জন্য খুবই উৎকণ্ঠিত ও ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আর অস্বাভাবিক মনোযোগ সৃষ্টি হয় যা নিজ ইচ্ছায় সৃষ্টি হয় না বরং এটি কেবল খোদা তা'লার পক্ষ থেকেই সৃষ্টি হয়। আর দোয়ার এমন অবস্থা যদি সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে এমন দোয়া খোদা তা'লার ইচ্ছায় সেসব প্রভাব প্রকাশ করতে থাকে যা মৃতকে জীবিত করার উপক্রম করে। দোয়ার এত গভীর প্রভাব সৃষ্টি হয়। মোটকথা তার জন্য খোদার পক্ষ থেকে গ্রহণীয়তার অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায় আর দোয়ার একাগ্রতা যখন চরম পর্যায়ে উপনীত হয়ে যায় আর আন্তরিক ব্যাথা আমার হৃদয়ে সম্পূর্ণরূপে ছেয়ে যায়, অর্থাৎ দোয়ার এমনই অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, আবেগে পূর্ণ আপ্লুত হয়ে যায় তখন এই রোগীর মাঝে, যে বলতে গেলে মৃতই ছিল, দোয়ার একাগ্রতার প্রভাব প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। যেখানে সে পানিকে ভয় পেত এবং আলো থেকে পালাতো, সেখানে হঠাৎই তার শারীরিক অবস্থা সুস্থতার দিকে মোড় নেয়, এমনকি সে বলে এখন আমার আর পানি দেখে ভয় হচ্ছে না। তখন তাকে পানি দেওয়া হয় আর সে কোনোরূপ ভীতি ছাড়াই পানি পান করে নেয় এমনকি পানি নিয়ে ওজু করে নামাযও আদায় করে এবং সারা রাত ঘুমায় আর তার মাঝে যে ভয়ঙ্কর ও মারাত্মক অবস্থা ছিল তা দূর হতে থাকে।এমনকি কয়েক দিনের মধ্যেই সে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে যায়। তিনি বলেন, আমার মনে তাৎক্ষণিকভাবে এই ধারণার উদয় হয় যে, তার মাঝে জলাতঙ্কের যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল তা তাকে ধ্বংস করার জন্য ছিল না,বরং এই উন্মাদনা বা জলাতঙ্ক খোদা তা'লার নিদর্শন প্রকাশের জন্য সৃষ্টি হয়েছিল। আর অভিজ্ঞরা বলেন, পৃথিবীতে আমরা এমন দৃষ্টান্ত কখনো দেখিনি যে, যখন কাউকে পাগলা কুকুর কামড়ে দেয় আর তার মাঝে জলাতঙ্কের উপসর্গ দেখা দেয়- এমন অবস্থা থেকে কেউ প্রাণে রক্ষা পেয়েছে। আর এ বিষয়ে এরচেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে যে, সরকারের পক্ষ থেকে কসূলিতে নিযুক্ত জলাতঙ্ক রোগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আমাদের টেলিগ্রামের উত্তরে স্পষ্ট লিখে দেয় যে, এখন তার কোনো চিকিৎসা সম্ভব নয়।"

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ৪৮০-৪৮১)

এরপর ডুই-এর নিদর্শনের উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন,সেই ডক্টর ডুই, যে আমেরিকা ও ইউরোপের দৃষ্টিতে বাদশাহ্ র ন্যায় শান-শওকত বা মর্যাদা রাখতো,তাকে খোদা তা'লা আমার মু বাহালা ও দোয়ায় ধ্বংস করেছেন এবং এক বিশ্বকে আমার দিকে আকৃষ্ট করেছেন। আর সেই ঘটনা বিশ্বের সনামধন্য সকল পত্রিকায় প্রসিদ্ধি পেয়ে এক আন্তর্জাতিক পরিচিতি লাভ করে সকল শ্রেণির লোকের মাঝে আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে।"

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ৫৫৩)

এরপর আরো একটি নিদর্শনের বিষয়ে তিনি (আ.) বলেন, মৌলভী গোলাম দস্তগীর কসূরী স্বপ্রনোদিত হয়ে আমার সাথে মু বাহালা করে এবং নিজ কিতাবে (এই) দোয়া (লিপিবদ্ধ) করে যে, 'যে মিথ্যাবাদী, খোদা তাকে যেন ধ্বংস করেন।' (একপক্ষীয় মু বাহালা ছিল। সেই মৌলভী) দোয়া করার কয়েক দিনের মাথায়নিজেই ধ্বংস হয়। (বিরোধী মৌলভীদের জন্য এটি কত বড় মাপের নিদর্শন ছিল- হায়! তারা যদি বুঝতো!

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ২৩৯)

এরপর আরো একটি নিদর্শনের বিষয়ে [তিনি (আ.) বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য কীভাবে তাঁর (আ.) সপক্ষে ছিল,] তিনি (আ.) বলেন, "প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি মৌলভী গোলাম দস্তগীর কসূরীর পুস্তক দেখে বুঝতে পারবে যে, কীভাবে সে স্বপ্রনোদিত হয়ে আমার সাথে মু বাহালা করে আর নিজ কিতাব 'ফেয়যে রহমানী'তে তা প্রকাশ করে। (ঐ মৌলভীরই উল্লেখ করা হচ্ছে যার বিষয়ে একটু আগে উল্লেখ করা হয়েছে।) আর তার কিতাব 'ফেয়যে রহমানী'তে তা প্রকাশ করে দেয়। আর সেই মুবাহালার কয়েক দিনের মাথায় সে মারা যায় আর কীভাবে জম্মু র 'চেরাগ দ্বীন' নিজের মতো করে মু বাহালা করে আর লেখে যে, আমাদের মাঝ থেকে যে মিথ্যাবাদী তাকে খোদা তা'লা ধ্বংস করবেন আর এর কয়েক দিনের মাথায় প্লেগে নিজ দুই পুত্রসহ ধ্বংস হয়।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ৭১)

(এই ব্যক্তি মূলত জম্মুর অপর এক মৌলভী ছিল)

এরপর তিনি (আ.) বলেন: "আমার ওপর আমার জাতি যে বিভিন্ন আপত্তি করে থাকে, আমি তাদের আপত্তির কোনো পরোয়া করি না আর আমি যদি তাদেরকে ভয় পেয়ে সত্যের পথ পরিত্যাগ করি তবে তা ভীষণ বে-ঈমানি হবে আর স্বয়ং তাদের ভাবা উচিত যে, এক ব্যক্তিকে খোদা তা'লা নিজের পক্ষ থেকে অন্তঃদৃষ্টি দান করেছেন এবং স্বয়ং তাকে পথ দেখিয়েছেন আর তাকে নিজের সাথে বাক্যালাপের সৌভাগ্য দিয়েছেন এবং তার সত্যায়নে হাজার হাজার নিদর্শন দেখিয়েছেন, কীভাবে এক বিরোধীর ভ্রান্ত ধারণাসমূহকে কিছু একটা মনে করে সেই সত্যতার সূর্য থেকে সে বিমূখ হতে পারে? [(মানুষের কথায় প্রভাবিত হয়ে আমি তো সত্য পরিত্যাগ করতে পারি না) তিনি (আ.)] বলেন, "আর আমার এ বিষয়টিরও কোনো পরোয়া নেই যে, অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক বিরোধীরা আমার দোষ খুঁজতে ব্যস্ত, কেননা এর দ্বারাও আমার অলৌকিকতাইপ্রমাণিত হয়। [(যদি তারা আমার ছিদ্রান্বেষণ করে থাকে তাহলে এতেও আমার অলৌকিকত্বই প্রমাণ হয়। কীভাবে প্রমাণ হয়, এর কারণ হলো,)] যদি আমি প্রত্যেক ধরনের দোষত্রুটি নিজের মাঝে লালন করি, [তারা বলে যে, (এই ব্যক্তির মাঝে অমুক-অমুক দোষ আছে।)] যদি প্রত্যেক ধরনের দোষ আমি আমার মাঝে লালন করি আর তাদের ভাষায় বা তাদের দৃষ্টিতে আমি অঙ্গিকার ভঙ্গকারী এবং মিথ্যাবাদী আর দাজ্জাল, মিথ্যা রটনাকারী, বিশ্বাসঘাতক, হারাম ভক্ষণকারী এবং জাতির মাঝে বিভেদ সৃষ্টিকারী, নৈরাজ্যবাদী, কপট ও পাপী এবং খোদার বিষয়ে প্রায় তেইশ বছর ধরে আমি মিথ্যা রটনা করে থাকি এবং নেক ও পুণ্যবানদের গালমন্দকারী আর আমার আত্মার মাঝে অনিষ্ট এবং মন্দ আর অপকর্ম ও আত্মপূজন ছাড়া আর কিছুই না থাকে আর কেবল জগতকে ঠকানোর জন্যই আমি এই দোকান বানিয়ে থাকি। আর নাঊযুবিল্লাহ্ তাদের ভাষায় আমার খোদার প্রতি আমার ঈমানও না থাকে আর জগতের এমন কোনো দোষ নেই যা আমার মাঝে নেই,তথাপি আমার মাঝে জগতের সকল দোষত্রুটি থাকা আর প্রত্যেক প্রকারের জুলুমে আমার আত্মার পরিপূর্ণ থাকা আর আমি অন্যায়ভাবে অনেকের ধনসম্পদ ভক্ষণ করা (এরা তো বলে থাকে যে, এই ব্যক্তি মানুষর সম্পদ ভক্ষণ করেছে) আর ফেরেশতার ন্যায় পবিত্র অনেককে গালি দেয়া (অর্থাৎ, পবিত্র লোকদের আমি গালি দিয়েছি) আর সব ধরনের মন্দকর্ম এবং ঠকবাজিতে সবচেয়ে বেশি অংশগ্রহণ করা সত্ত্বেও এর মাঝে এমন কী রহস্য আছে যে, মন্দ ও মন্দকর্মকারী, বিশ্বাসঘাতক এবং মিথ্যাবাদী তো ছিলাম আমি, কিন্তু আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রত্যেক ফেরেশতা স্বভাবের লোকেরা যখন এসেছে তখন তারাই মারা গেছে!! (যে-ই মু বাহালা করেছে সে-ই ধ্বংস হয়েছে।)* যে-ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে বদদোয়া করেছে সেই বদদোয়া তার নিজের ওপরই আপতিত হয়েছে। যেব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে কোনো মামলা আদালতে উপস্থাপন করেছে সে-ই তাতে পরাস্থ হয়েছে। [(আমি তো সকল মন্দ বিশেষণে বিশেষায়িত ও সমস্ত খারাপ বিষয়াদি তো আমার মাঝে রয়েছে কিন্তু যে-ই আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় তাকেই আল্লাহ্ তা'লা বিনাশ করে দেন আর আমাকে সফলতা প্রদান করেন। আমার বিরুদ্ধে কত অদ্ভুতসব অভিযোগ আরোপ করা হয়)। তিনি (আ.) বলেন, সুতরাং উদাহরণস্বরূপ, এ পুস্তকেই অর্থাৎ হাকীকাতুল ওহীতে তিনি (আ.) বর্ণনা করছেন, এ সকল কথার প্রমাণ দেখতে পাবে। এ পুস্তকেই তিনি (আ.) অনেক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। কেউ যদি পড়ে তবে অগণিত বিষয় ও নিদর্শন তার দৃষ্টিগোচর হবে।)] তিনি (আ.) বলেন, এমনসব প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় আমারই তো ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা ছিল ও আমার ওপরই বজ্রপাত হওয়ার ছিল। [(প্রকৃতির বিধান অনুযায়ী আমার মাঝেই যদি সব

মন্দ বিষয় থেকে থাকে তাহলে আমারই তো ধ্বংস হওয়ার ছিল, আমার ওপরই বজ্রপাত হওয়ার ছিল, আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কারো দণ্ডায়মান হওয়ারই প্রয়োজন ছিল না। এক্ষেত্রে আমার ওপর বজ্রপাত হত বরং কারো আমার বিপরীতে দণ্ডায়মান হবার প্রয়োজনই হত না। আমি সত্যিই যদিএমন (খারাপ হতাম) তাহলে আমার বিপরীতে কারো দণ্ডায়মান হওয়ার প্রয়োজনই ছিল না কেননা অপরাধী ব্যক্তির শত্রু তো স্বয়ং খোদা তা'লা হয়ে থাকেন। আমি এমন পাপাচারী হলে স্বয়ং আল্লাহ্ -ই আমার শত্রু হয়ে যেতেন। আল্লাহ্ তো জগতে বিশৃঙ্খলা চান না। এতএব তিনি (আ.)] বলেন, আল্লাহ্র দোহাই লাগে, একটু ভেবে দেখো, এই বিপরীত চিত্র কেন দেখা গেল? আমার বিপরীতে কেন পুণ্যবানরা মারা গেল (যারা নামসর্বস্ব পুণ্যবান ছিল) আর প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় খোদা তা'লা আমাকে রক্ষা করেছেন। এর দ্বারা আমার অলৌকিকত্ব কি প্রতীয়মান হয় না? (তোমরা আমার বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি করছ, তার মোকাবেলায় এগুলো তো আমার অলৌকিকত্ব আর এর দ্বারাই আমার সত্যতা সাব্যস্ত হয়। অতএব এক্ষেত্রে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত অর্থাৎ আমার ওপর যেসব মন্দ বিষয় আরোপ করা হয় সেগুলোও আমার অলৌকিকত্বই প্রমাণ করে। " (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ২)

মোটকথা এই কয়েকটি উপমা এবং (কয়েকটি) বিষয় আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) -এর উদ্ধৃতি থেকে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি। হায়! বিরোধীরা যদি তাঁর বই-পুস্তক পাঠ করতো, তাঁর সাথে খোদা তা'লার সাহায্য-সমর্থনের নিদর্শনগুলো দেখতো যা কেবল কয়েক পৃষ্ঠার নয় বরং আমি একটু আগেই যেমনটি বলেছি যে, তা কয়েকটি পুস্তক জুড়ে বিস্তৃত, যুগের চাহিদাও লক্ষ্য করুন বরং যুগের চাহিদা অনুযায়ী আপত্তিকারী আলেমরাও এ বিষয়টি স্বীকার করে যে, এই যুগ কোনো সংশোধনকারী বা মাহদীর আগমনের প্রত্যাশী যুগ। কিন্তু তা সত্ত্বেও যাকে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরণ করা হয়েছে, তাঁকে তারা নিজেরাও অস্বীকার করছে আর সাধারন মুসলমানদেরকেও পথভ্রষ্ট করছে। ঐশী নিদর্শন পূর্ণ হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলোও পূর্ণ হয়েছে, এতদসত্ত্বেও তারা নিজেদের দুর্ভাগ্যকেই আহ্বান করছে, এদিকে তারা মনোযোগী হয় না। আজ মুসলমানরা যদি এই সত্য বিষয়টি উপলব্ধি করে অর্থাৎ যে মসীহ্ ও মাহদী আগমন করার ছিল তিনি আগমন করেছেন আর মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার প্রেমিক এবং সত্যিকারের দাস ইনিই এবং তাঁর বয়আতের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হওয়া মহানবী (সা.)-এর আদেশ অনুযায়ী আবশ্যক এবং পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর বয়আতের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হলে পৃথিবীতে মুসলমানরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারতো অন্যথায় তাদের অবস্থা তা-ই থাকবে যা বর্তমানে হচ্ছে। আর তাঁকে মান্য করার পর তারা আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণসমূহ আকর্ষণকারী হতে পারবে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের বিবেকবুদ্ধি দান করুন। রমজান মাসে প্রত্যেক আহমদী নিজের জন্য দোয়া করার পাশাপাশি প্রত্যেক প্রকারের বিশৃঙ্খলা থেকে যেন জামা'ত সুরক্ষিত থাকে-সেজন্যও দোয়া করুন। একই সাথে মুসলিম উম্মাহর জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদের চোখ খুলে দেন ও অন্ধকার থেকে তাদের মুক্তি দিন। আর তারা যেন এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারে যে, রসূলূল্লাহ্ (সা.)-এর খতমে নবুওয়্যতের মর্যাদাকে প্রকৃত অর্থে উপলব্ধিকারী হলেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী এবং তাঁর জামা'ত।পাকিস্তানের আহমদীদের বিশেষভাবে নিজ দেশের জন্যও দোয়া করা উচিত। পাকিস্তানী আহমদীদের জন্যও দোয়া করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা নৈরাজ্যবাদী এবং বিশৃঙ্খলাকারী আর স্বার্থপর লোক ও নেতাদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করুন।

একইভাবে বুর্কিনাফাসোঁর আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। বাংলাদেশের আহমদীদের বিশেষভাবে দোয়ায় স্মরণ রাখুন। সেখানে প্রত্যেক জুমু'আতে কোনো না কোনো শংকা থাকে। পৃথিবীর সকল আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে প্রত্যেক আহমদীকে সুরক্ষিত রাখুন। আর প্রত্যেক আহমদীকে দৃঢ়তা দান করুন এবং ঈমান ও বিশ্বাসে প্রবৃদ্ধি দান করুন। পৃথিবী ধ্বংসের হাত থেকে যেন রক্ষা পায় সেজন্যও দোয়া করুন। পৃথিবীর বর্তমান যে অবস্থা যেন তা অগ্নিকুণ্ডের কিনারায় (তথা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে) দাঁড়িয়ে আছে। বাহ্যিক যুদ্ধের দিকেও অগ্রসর হচ্ছে, এর ফলেও ধ্বংস আবশ্যম্ভাবী আর চারিত্রিক স্খলন সীমাতিক্রম করে ফেলেছে। এরা যেভাবে আল্লাহ্ তা'লাকে পরিত্যাগ করছে, কোথাও তারা আল্লাহ্ তা'লার ক্রোধকে আমন্ত্রণকারী না হয়ে যায় আর এর ফলে আল্লাহ্ তা'লার শাস্তি তাদের ওপর না অবতীর্ণ হয়।

আল্লাহ্ তা'লা আহমদীদেরকে সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন, আহমদীদেরকে নিজেদের ফরজ (তথা অবশ্যপালনীয় দায়িত্ব) পালন ও অধিকার প্রদানের সৌভাগ্য দিন আর সব ধরনের দুর্বিপাক থেকে সুরক্ষা করে নিজ সুরক্ষা চাদরে আবৃত রাখুন। আরো একটি ঘোষণা দিতে চাই। গতকাল ২৩মার্চ থেকে আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল পত্রিকা যা সপ্তাহে দুই দিন প্রকাশিত হতো, এটি এখন দৈনিক আল ফযল-এ রূপ নিয়েছে। তাই যারা উর্দূ জানে ও পড়তে পারে তাদের যথাসম্ভব এটি পড়া উচিত, ক্রয় করা উচিত, সাবস্ক্রাইব করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা এ থেকে সবাইকে কল্যাণ লাভের সৌভাগ্য দিন। আর আল ফজলের লেখকদেরও সৌভাগ্য দিন, তারা যেন উত্তম প্রবন্ধ লিখতে পারেন। আমীন

****

১০ পাতার পর.....

আছে। আল্লাহ্ তা'লা সেক্ষেত্রে ক্ষমা করেন। কিন্তু এই বিষয়গুলি ছুতো বানিয়ে নেওয়া উচিত নয়।

একজন ওয়াকফে নও বলে যে, আমার প্রশ্ন অঙ্গ দান সম্পর্কে।

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন অঙ্গ দান করা যেতে পারে। মৃত্যুর পর মানুষ চক্ষুদান করে, কিডনী বা বৃক্ক দান করে, অনেকে আবার নিজেদের জীবদ্দশাতেই কিডনী দান করে দেয় কিম্বা আরও অন্যান্য অঙ্গ দান করে দেয়। যে কাজ মানবতার কল্যাণে হতে পারে এবং ত্যাগ স্বীকারে যদি কেউ প্রস্তুত হয় তবে এক্ষেত্রে কোন অসুবিধা নেই।

এই উত্তর শুনে সেই খাদিম প্রশ্ন করেন যে, অনেকে আপত্তি করে যে, মৃতুর পর মস্তিষ্ক নিষ্প্রাণ হয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জীবিত থাকে। এর ফলে আত্মা কষ্ট পেতে পারে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: প্রশ্ন হল, যদি কেউ নিজের জীবদ্দশাতেই কিডনী বের করে দেয়? অনেকে নিজের কিডনী আত্মীয়-স্বজনকে দিয়ে দেয় বা দরিদ্র দেশগুলিতে অনেক দুর্ভাগা মানুষ এমন আছে যারা নিজেদের কিডনী বিক্রি করে দেয়। ভারত এবং পাকিস্তানে এমন ঘটনা ঘটে থাকে। আর এমনটি তো মানুষের জীবদ্দশাতেই হয়ে থাকে। আসল কথা হল, এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি তো তখনই উপকারে আসবে যখন এগুলি কাজ করবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন এখানে আত্মার তো কোন সম্পর্কই নেই। মৃত্যুর পর আত্মার সঙ্গে দেহের কোন সম্পর্ক থাকে না। ডাক্তার যখন মানুষকে মৃত ঘোষণা করে দেয়, তারপর কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সক্রিয় থাকে। সেই সময়ের মধ্যে যদি চোখ বের করে নেওয়া হয় বা অন্য কোন অঙ্গ বের করে নেওয়া হয় যা অপরের কল্যাণ সাধন করতে পারে, তবে তা হওয়াই কাম্য। অবশেষে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই তো নিষ্প্রাণ হয়ে পড়বে। যদি মস্তিষ্ক নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে তবে কিছু ক্ষণের মধ্যে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও অসাড় হতে শুরু করবে। তাই এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়ার পূর্বেই যদি সেগুলিকে অন্য কোন মানুষের জীবন রক্ষার জন্য ব্যবহার করা হয়, তবে ক্ষতি কিসের? তাই যারা আপত্তি করে তারা অন্যায় করে।

একজন ওয়াকফে নও খাদিম প্রশ্ন করে, আমার এক ওয়াকফে নও কন্যাও আছে। পিতা হিসেবে আমার এই ওয়াকফে নও মেয়ের কিভাবে যত্ন নেওয়া কর্তব্য?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: সর্বাগ্রে নিজে নামায পড়ুন এবং দোয়া করুন যে, আল্লাহ্ তা'লা আপনারও সংশোধন করুন এবং প্রকৃত ওয়াকফে নও করে তুলুন এবং সন্তানদের সঠিকভাবে শিক্ষা-দীক্ষা দান ও লালন-পালনের যোগ্য করে তুলুন যাতে আপনি তাদেরকে দেশ, জাতি এবং জামাতের জন্য এক সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন।

* একজন ওয়াকফে নও প্রশ্ন করে, সুফিদের উক্তি আছে যে, মোমিন হল এক পক্ষী সদৃশ। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ও বলেছেন যে, মোমিন এই পৃথিবীতে থাকে কিন্তু সে এই পৃথিবীর নয়। আমার প্রশ্ন হল, আমরা কিভাবে জানব যে, জাগতিকতার প্রতি বেশি আকৃষ্ট হচ্ছি কি না বা আধ্যাত্মিকতা থেকে দূরে সরে যাচ্ছি কি না?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:এত সাধারণ বিষয়ও আপনি বুঝতে পারেন না? যদি উৎকণ্ঠার সঙ্গে আপনার মধ্যে পাঁচ বেলা বা-জামাত নামায পড়ার জন্য মনোযোগ সৃষ্টি না হয়, উৎকণ্ঠার সঙ্গে নফল নামায পড়ার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি না হয়, উৎকণ্ঠার সঙ্গে বান্দাদের অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি না হয়, মনের মধ্যে সব সময় এই চিন্তা জেগে না থাকে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে দেখছেন এবং আমি যেন কোন অনুচিত কাজ না করে বসি। তবে এর অর্থ হল আপনি আল্লাহ্র দিকে কম আকৃষ্ট রয়েছেন আর জাগতিকতার দিকে বেশি আকৃষ্ট হচ্ছেন। আপনি নিজেই এ বিষয়ে আত্ম-সমীক্ষা করুন। আপনারা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। সুফীদের কথা পরে আসবে, ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার যে অঙ্গীকার করেছেন সেদিকে দৃষ্টি দিন এবং নিজেই যাচাই করে দেখুন যে, আপনি সেই মানদন্ডে উত্তীর্ণ হচ্ছেন কি? আপনি আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত সঠিক অর্থে করছেন কি? আপনার প্রাত্যহিক কর্মবিধি কি সেই শিক্ষা অনুসারে পরিচালিত হয় যা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল দিয়েছেন? এই বিষয়গুলি মানুষ নিজেই যাচাই করে দেখতে পারে। এই মান কুরআন করীম নির্ধারণ করে দিয়েছে আর এটি তো আপনার সামনেই রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এটি কোন জটিল প্রশ্ন নয়। একে একে দুই-ই তো হবে। এখানকার মানুষের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা এমন প্রশ্ন করলে এই এই উত্তর পাব। কিছু প্রশ্নের উত্তর এমনভাবে দেওয়া যায় না। আধ্যাত্মিকতার বিষয় ভিন্ন। আধ্যাত্মিকতার জন্য প্রথম বিষয় হল আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক। সেই সম্পর্ক কি সত্যিই রয়েছে তা যাচাই করে দেখুন। আমি তো আপনার আ্যধাত্মিকতা সম্পর্কে অনুমান করতে পারি না। এর অনুমান আপনি নিজেই করতে পারেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) এর কানাডা সফর (২০১৬)

জামেয়া আহমদীয়ার ছাত্রদের উদ্দেশ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

তাশাহুদ তাউয, তাসমিয়া এবং সুরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:

জামেয়ার ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে যে রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে তাতে বিভিন্ন কার্যকলাপের বর্ণনা রয়েছে। জামেয়ার পাঠক্রম ছাড়াও এই বিষয়গুলির সঙ্গে এজন্য পরিচয় করানো হয় বা এগুলি এর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বলা হয় যাতে মুরুব্বীরা কর্মক্ষেত্রে আসার পর একদিকে যেমন সেই সব বিষয়গুলি সম্পর্কে অবগত থাকে তেমনি সেগুলির গুরুত্বও স্পষ্ট হয়ে যায় এবং এর উপর আমল করার চেষ্টাও করে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কর্মক্ষেত্রে আপনাদের দায়িত্বাবলী বেড়ে যায়। যদিও জামেয়ায় শিক্ষার্জনকারী একজন ছাত্রের কাছে এই প্রত্যাশাই করা হয় যে, তার ধর্মীয়, নৈতিক ও চারিত্রিক মান এবং চাল-চলন, বাচনভঙ্গি ইত্যাদি অন্যদের থেকে পৃথক হবে এবং ক্রমশঃ সেই মান আরও উন্নত পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে আসার পর আপনাদের কাঁধে বিরাট বড় দায়িত্ব এসে পড়ে। এখন আপনারা আর ছাত্র নন। যদিও মানুষ সারা জীবন ছাত্রই থাকে। (মানুষের শেখার অন্ত নেই) আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন করা উচিত। আপনাদের এও দায়িত্ব যে, একদিকে যেমন আহমদীদের তরবীয়ত করবেন অপরদিকে অ-মুসলিমদেরকে ইসলামের অপূর্ব সুন্দর শিক্ষার বাণী পৌছে দিবেন। এটি একটি বিরাট দায়িত্ব।

তিনি বলেন: যে নযম পড়া হয়েছে সেখানে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) একথাই বলেছেন যে, একটি উদ্দেশ্য অর্জন করতে হবে যা বিরাট দায়িত্বের কাজ। অতএব আপনাদের মধ্যে সব সময় এই দায়িত্ববোধের চেতনা থাকুক এবং ক্রমশঃ এক্ষেত্রে উন্নতি করুন। আহমদী হোক বা অ-আহমদী বা অ-মুসলিম, এখন পৃথিবীর দৃষ্টি আপনাদের উপর পড়বে। আপনাদের মন থেকে সকল প্রকার ভীতি দূর হয়ে যাওয়া উচিত এবং জগতের ভয় দূর করে আল্লাহ্‌র সঙ্গে প্রতিনিয়ত সম্পর্ক উন্নত করার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ্ ত'লার সঙ্গে সম্পর্ক সর্বত্র আপনাদের কাজে আসবে। একজন মুরুব্বী বা মুবাল্লিগ যে যে ধর্মের বাণী পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করার এবং নিজের চারিত্রকি ও নৈতিক সংশোধনের পাশাপাশি পৃথিবীবাসীর সংশোধন করে তাদেরকে খোদার নৈকট্য অর্জনকারী করে তোলার অঙ্গীকার করে, খোদা তা'লার সঙ্গে তার সম্পর্ক তদনুরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অতএব একথা সব সময় স্মরণ রাখবেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদা তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হয়, এই কাজ সম্পাদন করা সম্ভব নয়। সম্পর্ক তৈরী করার জন্য নফল নামায এবং ফরয নামাযের প্রতি অবহেলা ত্যাগ করতে হবে, বরং একাগ্রতার সাথে এদিকে মনোযোগ দিতে হবে। এটি চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে অর্জন করতে হবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি লক্ষ্য করেছি যে, আমি যখনই প্রশ্ন করি দেখা গেছে যে অধিকাংশ মুরুব্বীদের মধ্যে নফলের বিষয়ে খুবই অলসতা রয়েছে। তাহাজ্জুদে ওঠার ক্ষেত্রে তারা খুবই অলসতা করে। এখানে বিশেষত ইউরোপে গ্রীষ্ণকালে রাত ছোট এবং দিন বড় হয়ে থাকে। খুব কম সময় পাওয়া যায়। কিন্তু এরই মধ্যে আপনাদের নফল পড়ার জন্য ঘুম থেকে ওঠা উচিত। এই নফল নামাযই আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে এবং সম্পর্কেরে উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ফরয নামায তো প্রত্যেক আহমদী মুসলমানের জন্য আবশ্যক। এবং এটি আহমদী মুসলমানদের জন্য বিশেষভাবে আবশ্যক যারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে গ্রহণ করেছে এবং ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে। কিন্তু একজন মুরুব্বীর অঙ্গীকারের গুরুত্ব এর থেকে অনেকাংশে বেশি। অতএব স্মরণ রাখবেন, নফল নামায আদায়ের প্রতি যেন আপনাদের দৃষ্টি থাকে। আবার অনেকে কর্মক্ষেত্রে আসার পরও ফজরের নামাযে অলসতা দেখায়। এই অলসতা এখন দূর করতে হবে। অলসতা দূর হলে তবেই আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্কে উন্নতি ঘটবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আপনাদের মূখ্য উদ্দেশ্য হল একত্ববাদের প্রতিষ্ঠা। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই যুগে এই উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছেন যেন তৌহিদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক তৈরী হয়। এটি একটি মহান উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল মানুষের পরস্পরের অধিকারসমূহের প্রতি মনোযোগী হওয়া। যদি অন্তরে খোদাভীতি থাকে, তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, তবেই আপনি তৌহিদ প্রতিষ্ঠার জন্য যর্থাথভাবে চেষ্টা করতে পারবেন এবং তৌহিদ সম্পর্কে আপনাদের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানের উন্মেষ ঘটবে। অন্যথায় যদি ইবাদত না থাকে, বরং এর পরিবর্তে বিভিন্ন ধরণের অলসতা বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তবে এর অর্থ হল আপনারা তৌহিদ বা একত্ববাদের পরিবর্তে অন্য কোন বিষয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমি প্রায়ই জামাতের সদস্যদেরকেও একথা বলে থাকি, কিন্তু মুরুব্বীদের জন্য এটি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করলে তবেই আপনারা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ণোদ্যমে চেষ্টা করতে পারবেন। ইবদাত ছাড়া আপনাদের জন্য একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অতঃপর ইবাদত এবং নামাযের দিকে মনোযোগ দেওয়ার পর কুরআন করীম পড়া এবং গভীর অধ্যায়ন করা, তফসীর পড়া বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে। জামেয়া আহমদীয়ায় আপনাদেরকে তফসীর পড়ানো হয়েছে এবং তফসীরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় করানো হয়েছে। বা বলা যেতে পারে হয়তো কিছুটা তফসীর পড়ানো হয়েছে। কিন্তু এখন এক্ষেত্রে ব্যপকতা সৃষ্টি করতে এবং নিজেদের জ্ঞানভান্ডার আরও সমৃদ্ধ করতে একদিকে আপনাদেরকে নিজেকে কুরআন করীম গভীর মনোযোগের সাথে পড়তে হবে, অপরদিকে আরও অন্যান্য তফসীরও পড়তে হবে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর লেখনীতে বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন, সেগুলি তফসীর আকারে একত্রিত করা হয়েছে। এই তফসীর নিয়মিত অধ্যায়নে রাখা উচিত। অনুরূপভাবে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর লেখা প্রায় ৫৪ টি সূরার তফসীর রয়েছে, সেগুলি পড়া উচিত এবং নিজেদের অধ্যায়নের ব্যপকতা বৃদ্ধি করুন। এই বিষয়গুলিই ধর্মের ক্ষেত্রে আপনাদের কাজে আসবে। সব সময় চেষ্টা করবেন যে কোন প্রশ্নের উত্তর কুরআন শরীফ থেকে দেওয়ার। আর এটি তখনই সম্ভব যখন আপনাদের মধ্যে এবিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার অভ্যাস গড়ে উঠবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর তফসীরের বিষয়ে সংক্ষেপে বলেছি যেটি চারটি খণ্ডে তফসীর আকারে জামাতের প্রকাশনার অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক-পুস্তিকা অধ্যায়ন করাও অত্যন্ত জরুরী। প্রত্যহ অন্ততঃপক্ষে আধ-ঘন্টা সময় হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কোন না কোন পুস্তক পড়া উচিত, এর থেকে বেশি সময় দিলে আরও উত্তম। এটি আপনার জ্ঞান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। অন্যথায় সাধারণ জাগতিক শিক্ষা আপনাদের কোন উপকারে আসবে না যা আপনারা বিভিন্ন জায়গায় শিখে এসেছেন, বা ভবিষ্যতেও হয়তো সে বিষয়ে আপনারা পড়ার সুযোগ পেতে পারেন। আপনারা মানুষকে যুগের মসীহর পুস্তকাদি পড়ান জন্য আহ্বান করে থাকেন, কিন্তু আপনারা নিজে যতক্ষণ পর্যন্ত না পড়বেন, আপনাদের এই আহ্বান করা ফলপ্রসু হবে না। অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকে অধ্যায়ন অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

তিনি বলেন: আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আপনারা কর্মক্ষেত্রে যুগ খলীফার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। অতএব সঠিক অর্থে প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। তরবীয়ত এবং তবলীগ উভয়ই এর অন্তর্গত। প্রত্যেকটি কথা উচিত বলে মেনে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। এখানে আপনাদের সামনে নযমের একটি পঙক্তি লাগানো রয়েছে:

রুয়ে যমীন কো খোয়া হিলানা পড়ে হামেঁ। অর্থাৎ সত্য প্রকাশের জন্য প্রয়োজনে পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিতেও আমরা পিছপা হব না। আমি অনেক সময় দেখেছি, পৃথিবী কাঁপানো তো দূরের কথা, অনেকে তো সংবাদ মাধ্যম বা সমাজের সামান্য চাপে নতি স্বীকার করে নেই। বা স্বাধীনতার নামে প্রণয়ন করা সেই সব দেশের অনুচিত আইন-কানুনের প্রভাবে বুদ্ধিমত্তার পরিবর্তে তাদের কথা মেনে নিয়ে চুপ করে যায়। আমরা পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারব যখন আমাদের ঈমান সুদৃঢ় হবে এবং এই দৃঢ় ঈমানে নিয়ে পৃথিবীর সামনে দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুত হব। কুরআন করীম যদি সমকামিতাকে এক প্রকার নোঙরামি বলে থাকে, তবে পৃথিবীর যত সব আইন তৈরী হোক না কেন এর বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে। যদি ইসলাম ঘোষণা দেয় যে নারী ও পুরুষের মধ্যে একটি বিভাজন বা পার্থক্য রয়েছে এবং এই পার্থক্য থাকা উচিত, উভয়ের পরস্পর করমর্দন করা থেকে বিরত থাকা উচিত, তবে এই বিষয়টিকে আপনাদেরকে সাহসিকতার সাথে তুলে ধরতে হবে। এছাড়াও অন্যান্য অধিকারসমূহ রয়েছে। স্বাধীনতার নামে যদি এরা পথভ্রষ্ট হতে থাকে তবে বিচক্ষণতার নামে তাদের যুক্তি মেনে নেওয়ার পরিবর্তে এর থেকে তাদেরকে উদ্ধারের জন্য আপনাদেরকে নিজেদের ভূমিকা পালন করতে হবে। মীমাংসা এবং সম্মতি জানানোর মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। বিচক্ষণতা হল অবিচলভাবে কোন বিষয়কে প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থায় বর্ণনা করা। অর্থাৎ কোন কথা বলে ফেলার পর দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেলে নিজের কথা ফিরিয়ে নিয়ে তার কাছে নতি স্বীকার যেন না করা হয়। বা সেই কথার এমন ব্যাখা উপস্থাপন করতে আরম্ভ না করেন যা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। এটি আমাদের উদ্দেশ্য নয়। হ্যাঁ যদি লড়াই হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় তবে সেই জায়গা ছেড়ে চলে যান। আর যাইহোক আমরা লড়াই-ঝগড়া করব না। কিন্তু আমাদের যে অবস্থান ও মৌলিক শিক্ষা রয়েছে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল যে আদেশ দিয়েছেন তা থেকে আমরা কখনও পিছপা হব না। কেবল একটি সংবাদ মাধ্যম কেন সমস্ত পত্র-পত্রিকা আমাদের বিরুদ্ধে কলামের পর কলাম লেখা আরম্ভ করলেও আপনারা নিজেদের অবস্থানে

(এরপর ১১ ও ১২ পাতায়...)

(২এর পাতার পর.....)

তারা নিজেরাই দাজ্জালদের হাতে মীমাংসা করাতে যায় তখন ইসলাম কোথায় থাকে?

* একজন ওয়াকফে নও প্রশ্ন করে যে, পাকিস্তান থেকে যে সমস্ত নতুন মানুষ শরণার্থী হয়ে এখানে এসে থাকে তাদেরকে সাধারণত কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কিছু মানুষ কাজ করে। আর কাজ করার পর তার কর, বীমা ইত্যাদিও পরিশোধ করে না। এমন মানুষদের কি চাঁদা দেওয়া উচিত?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অবৈধ পন্থায় যে অর্থ উপার্জন করা হয় তা থেকে আমাদের চাঁদা নেওয়া উচিত নয়। এই কারণেই তো আমি কয়েকটি খুতবায় বলেছি যে, কর ফাঁকি দিবেন না। এটি অনুচিত কাজ। এছাড়া যদি আপনারা শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকেও অনুচিত কাজ করেন, যেমন- মদ বিক্রি, যার সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন যে, মদ পানকারী, মদ ক্রয়কারী, মদ পরিবেশনকারী এবং মদ প্রস্তুতকারী- এদের সকলের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত এবং এরা জাহান্নামী, তবে এমন পরিস্থিতিতে আমরা কিভাবে চাঁদা নিতে পারি? কুরআন করীম এই সীমা পর্যন্ত অনুমতি প্রদান করেছে যে, অনাহারে যদি মৃত্যুমুখে পতিত হও তবে শূকর ভক্ষন করতে পার।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন এখন শূকরও আমাদের জন্য ভীতিপ্রদ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। লোকেরা শূকরের মাথা কেটে এনে আমাদের মসজিদে ফেলে চলে যায় এবং মনে করে এর দ্বারা মুসলমানদেরকে মর্মযাতনা দিয়েছি। যদিও এতে ভাবাবেগে আঘাত হানার মত কিছু নেই। যদি একটি মাথা পড়ে থাকে তবে তাদেরকে বল আরও চারটি মাথা রেখে যেতে। তারা নিজেরাই চুপ হয়ে যাবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: নিরুপায় অবস্থায় শূকর খাওয়ারও অনুমতি আছে। কিন্তু কেবল তাদের জন্য যারা একান্তই নিরুপায়। আমাদের জন্য নয়। জামাতের এমন কোন প্রয়োজন এসে পড়ে নি যে অবৈধ উপার্জন থেকে বা শরীয়ত বিরুদ্ধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ থেকে চাঁদা নিতে হবে। যারা এমনটি করে তারা অন্যায় করে। আমি খুতবার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনাকে কয়েকবার বলেছি।

* একজন ওয়াকফে নও প্রশ্ন করে যে, একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মসীহ মওউদ যখন আবির্ভুত হবেন তখন তিনি সিরিয়ার পূর্ব দিকে একটি মিনারার উপর অবতরণ করবেন। অ-আহমদীরা বলে থাকে যে, সিরিয়াতে একটি মসজিদ আছে, সেই মসজিদের মিনারায় তিনি অবতরণ করবেন। অথচ আমাদের মসীহ মওউদ (আ.)-এর জন্মের পর কাদিয়ানে মিনার তৈরী করা হয়েছিল।

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: মসীহর মিনারের উপর অবতরণ হবে রূপক অর্থে। এটি একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যে, মসীহ দামস্কের পূর্বে আবির্ভূত হবেন। মানচিত্রে দেখুন, কাদিয়ান দামাস্কের ঠিক পূর্বে অবস্থিত। আর কাদিয়ানের মিনারাতুল মসীহ্‌র যতদূর সম্পর্ক সেটি সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন যে, যেহেতু মিনারার চিহ্নের কথা বলা হয়েছিল, সেই কারণে আমি বাহ্যিকভাবেও মিনারা তৈরী করছি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একথা বলেন নি যে, আমি এই মিনারা এই জন্য তৈরী করছি যে, এটি যেন আমার আবির্ভাবের প্রমাণ হিসেবে গণ্য হয়। বরং তাঁর জীবদ্দশাতে সেই মিনারের নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণও হয় নি। কয়েক ফুট পর্যন্ত গেঁথে তোলা হয়েছিল মাত্র। এর নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হয় দ্বিতীয় খলীফার যুগে। অতএব প্রত্যেক হাদীসের ব্যাখ্যা থাকে। যেমন একজন খাদিম হাদীকাতুস সালেহীন থেকে হাদীস পাঠ করে তার ব্যাখ্যা করেছে। অনুরূপভাবে এই হাদীসটির ব্যাখ্যাও এই পুস্তকে দেওয়া আছে। এর ব্যাখ্যা বিশদভাবে দেওয়া হয়েছে। এটি পড়লে আপনার কাছে সমস্ত বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যাবে। আর তা না হলে আপনাদের সেক্রেটারী ওয়াকফে নওকে বলুন যে আপনাকে সেই হাদীসটি বের করে দিবে।

* একজন ওয়াকফে নও প্রশ্ন করে যে, হুযুর একটু আগেই বলেছেন যে, কুরআন করীমের আয়াত প্রত্যেক যুগের জন্য। পাকিস্তানে মৌলবীরা সেখান থেকে জামাত আহমদীয়াকে সমূলে উৎপাটন করার জন্য আমাদের উপর নিপীড়ন চালাচ্ছে, আমাদেরকে বন্দী বানিয়ে রাখছে, শহীদ করে দেওয়া হচ্ছে। এই আয়াতসমূহের আলোকে আমাদের জন্য আদেশ কি?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমাদের জন্য স্পষ্ট আদেশ রয়েছে যে, যে দেশে বসবাস কর সেখানে অরাজকতা ও অশান্তি সৃষ্টি করবে না। নৈরাজ্য সৃষ্টি সম্পর্কে কুরআন মজীদে বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'আল-ফিতনাতু আশাদ্দু মিনাল কাতলি।' অর্থাৎ ফিতনা ও অরাজকতা করা হত্যার থেকে জঘন্য অপরাধ। এই কারণে যে, পাকিস্তানে আমাদের হাতে প্রশাসনিক ক্ষমতা নেই। আমরা সেই দেশের নাগরিক এবং সেই দেশের আইন-শৃঙ্খলা মেনে চলি। কিন্তু যেখানে আইন-কানুনের সঙ্গে শরীয়তের সংঘাত দেখা দেয় সেখানে আমরা সেই আইনকে অমান্য করি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে নামায পড়ার, কলেমা পড়ার, সালাম করার আদেশ দেয়। আর একথাও বলে যে, তোমরা যদি নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি কর তবে তোমরা মুসলমান। কিন্তু পাকিস্তানে ধর্ম-সংক্রান্ত যে আইন রয়েছে তা হল জঙ্গলের আইন। এই কারণে আমরা কেবল সেই আইনগুলিকে মান্য করি না। কিন্তু যুদ্ধ করা আমাদের কাজ নয়। কেননা, আমরা সেই দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাই না। এ সম্পর্কে কুরআন করীম নির্দেশনা দেয় যে, যদি তোমরা এমন এক দেশে না থাকতে পার এবং তোমাদের উপর যুলুম হয়, তবে সেখান থেকে হিজরত কর (দেশান্তরিত হও)। এই কারণেই তো আপনারা এখানে হিজরত করে এখানে চলে এসেছেন। সেখানে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে এখানে চলে এসেছেন। কিন্তু অনেক মানুষ আছেন যারা অত্যাচার সহ্য করতে পারে। তারা সেখানে বসবাস করছে। তাই আপনার যদি এই প্রশ্ন হয় যে, আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারি? তবে এর উত্তর হল আমরা যুদ্ধ করতে পারি না কেননা, সেখানে আমাদের হাতে শাসন ক্ষমতা নেই। যদি কখনও আহমদীদের হাতে দেশ ও দেশের শাসন ক্ষমতা আসে এবং তার উপর অন্য কোন দেশ আক্রমণ করে তবে সেই যুদ্ধের উত্তর দিব।

* এক ওয়াকফে নও খাদিম প্রশ্ন করে যে, অ-আহমদী মুসলমানরা অপবাদ দেয় যে, আহমদী এবং অন্যান্য মুসলমানদের কুরআন ভিন্ন। আমরা তাদের কি উত্তর দিব যে, আমাদের কুরআন সঠিক?

* এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমরা তো একথা বলি না যে আমাদের কুরআন পৃথক এবং তাদের কুরআন পৃথক। তাদেরকে বল যে, তোমাদের যেটি কুরআন আমরা সেটিই পাঠ করি। এখানে অর্ধেকের কাছে তুরস্কে ছাপানো কুরআন রয়েছে বা অন্যান্য স্থানের ছাপানো কুরআন রয়েছে। পাকিস্তানে 'তাজ' নামে একটি কোম্পানি ছিল, আমি ছোটবেলায় সেই কোম্পানীর ছাপানো কুরআনই পড়েছি। আমরা তো সেই কুরআনই পড়ি যা অন্যান্য অ-আহমদী মুসলিমরা পড়ে। তবে একথা ঠিক যে, তফসীর বা ব্যাখ্যা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। আর ব্যাখ্যাকারীরা স্বয়ং বলেছেন যে কুরআন করীমের একাধিক আভ্যন্তরীণ অর্থ আছে। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, কিছু মুফাসসিরিন বা ব্যাখ্যাকারী লিখেছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন ব্যাখ্যাকারী একই আয়াতের ২০-২২ টি ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে সক্ষম না হয় তাকে তফসীরকারক বলা যেতে পারে না। অতএব প্রত্যেক ব্যাখ্যাকারী কুরআন মজীদের নিজের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছে। কিছু তফসীরকারক, উলেমা এবং বুযুর্গগণ কুরআন মজীদের যে তফসীর করেছেন সেগুলির মধ্যে কয়েকটিকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, দেখ আমি এই আয়াতের এই তফসীর করেছি আর অমুক অমুক তফসীরকারক এই তফসীর করেছে। ইবনে আরবীও একথা লিখেছেনযে,অমুক অমুক তফসীরকারক এই এই তফসীর করেছে। তাই আমাদের কুরআন এবং তাদের কুরআন ভিন্ন ভিন্ন নয়। পৃথক কে বলে? আপনারা এ নিয়ে কেন বিতর্ক করেন যে, কুরআন ভিন্ন। তাদেরকে বলুন যে, তোমাদের কুরআন নিয়ে এস আমি পড়ব,আর যে কুরআন আমি পড়ি তুমি সেটি নিয়ে যাও। তারপর বল যে, তোমার আর আমার কুরআনে কোন শব্দটিতে পার্থক্য আছে। একটিও এমন শব্দ নেই। একটি শব্দ কেন, একটি অক্ষর বা একটি বিন্দু-বিসর্গও আমাদের ও তাদের কুআনের মধ্যে আলাদা নয়। কুরআন করীম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ' আমরাই এর সুরক্ষার ব্যবস্থা করব।' কুরআন করীম চোদ্দ শত বছর থেকে সুরক্ষিত রয়েছে। আমাদের এখানে কুরআন করীমের হাফেয রয়েছেন। পাকিস্তানেও কোন সময় তিলাওয়াতের প্রতিযোগিতা হলে সেখানে গিয়ে তারা অংশ গ্রহণ করেন এবং পুরস্কার নিয়ে আসেন। তারা তো সেই কুরআন পড়েই পুরস্কার নিয়ে আসে। অন্যথায় তারা তো আপত্তি করে বসত।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এই বিতর্কে জড়ানোর কোন প্রয়োজনই নেই যে, তোমাদের আর আমাদের কুরআন ভিন্ন কি না। বরং তাদেরকে বলুন যে, আমরা তোমাদের কুরআনই পাঠ করি। নিজেদের কাছে কুরআন রাখা উচিত। আর তাদেরকে বলুন যে,কুরআন করীম নিয়ে এসে মিলিয়ে দেখ। কেবল মৌখিক দলিলে কিছু হয় না। ততক্ষণাৎ বাস্তবায়িত করে দেখানো উচিত। নিজেকে গুটিয়ে রাখবেন না বরং অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপন করুন।

* একজন ওয়াকফে নও প্রশ্ন করে যে, হুযুর আনোয়ার বিগত খুতবায় নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছিলেন যে, নামায বা-জামাত পড়া উচিত। যদি নামায সেন্টার দূর হয় বা যদি আমরা একা হই বা ব্যস্ততার কারণে নামায বা-জামাত পড়তে না পারি তবে কি করা উচিত?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি একা হন আর কোন সঙ্গী না থাকে তবে কিছু করার নেই। আমিও একথাই বলেছিলাম যে, একান্ত নিরুপায় অবস্থা হলে ভিন্ন কথা, না হলে ঐকান্তিক চেষ্টা করুন যেন নামায বা-জামাত পড়তে পারেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মরুভূমি অতিক্রম করে যাওয়ার সময় যদি নামাযের সময় হয় সেখানে আযান দাও, যদিও তুমি সেখানে কাউকে না দেখ। আর যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল ধু-ধু প্রান্তরই দেখতে পাও। সেখানে তুমি আযান দাও, হয়তো কোন পথভোলা পথিক কোন বালুকা রাশির আড়ালে বসে আছে আর সে তোমার আযানের কণ্ঠ শুনে সেখানে উপস্থিত হয়ে তোমার সাথে নামায পড়ল। কিন্তু এখানে যদি তুমি আযান দাও তবে তোমার জন্য সমস্যা তৈরী হয়ে যাবে। তাই কেবল নিজের নামায পড়ে নাও। কিন্তু চেষ্টা করুন যাতে বা-জামাত নামায পড়া যায়। কোন কিছুর ছুতো খুঁজবেন না। আর যখন বাড়িতে থাকেন, ভাই-বোন এবং স্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গে একত্রে নামায পড়ুন।

সেই ওয়াকফে নও খাদিম প্রশ্ন করে যে, হাদীসে বর্ণিত আছে যে, পর পর তিনটি জুমা না পড়লে অন্তরে কালো দাগ পড়ে যায়।

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: চেষ্টা করুন একটি বা দুটি জুমা পড়ার পর অবশ্যই জুমার নামায পড়বেন। অনেক সময় নিজের কাজের স্থানে বলতে পারেন যে, আমি এতটা সময়ের জন্য বিরতি চাই। দেখা যায় যে, অধিকাংশ কর্মকর্তা বিরতি দিয়েও দেন। কিন্তু যেখানে বাধ্যবাধকতা রয়েছে সেখানে আল্লাহ্‌র দয়া অসীম ও অনন্ত ব্যাপৃত। আল্লাহ্ তা'লা একটি নীতিগত বিষয় বর্ণনা করে দিয়েছেন। যদি সত্যিই কোন বাধ্যবাধ্যকতা থাকে তবে মানুষের জন্য সেখানে ব্যতিক্রম

অবিচল থাকবেন। এ নিয়ে মোটেই উদ্বিগ্ন হবেন না। আর এ বিষয়ে উৎকণ্ঠিত হওয়ার দরকারও নেই যে যদি আমরা তাদের কথা মানি তবে হয়তো আমরা জামাতে আহমদীয়ার বাণী পৌঁছাতে পারব না। ইসলামের বাণী যে করে হোক অবশ্যই পৌঁছাবে। এটি আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে ইলহামের মাধ্যমে বলেছিলেন- "আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব।" স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা যখন এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তখন আমাদের বিচলিত হওয়ার প্রয়োজন কি? আল্লাহ্ তা"লা কুরআন করীমেও বলেছেন, " আমি এবং আমার রসূল অবশ্যই জয়যুক্ত হব।" এত সব প্রতিশ্রুতি থাকার পরও আমাদের প্রচার হয়তো পৌঁছাবে না , এমন ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। আর এটি বিজ্ঞতা নয় বরং কাপুরুষতা। একজন মুবাল্লিগ বা একজন পদাধিকারের কাছ থেকে এমন কাপুরুষতাপূর্ণ আচরণ যেন প্রকাশ না পায়। একমাত্র তখনই আপনারা যুগ খলীফার সঠিক অর্থে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এছাড়া জামাতের সদস্যদেরকে এই উপলব্ধি তৈরী করতে হবে যে, আপনাদের জ্ঞান কেবল পুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই বরং আপনারা সেই জ্ঞান নিজেদের জীবনেও বাস্তবায়িত করে চলেছেন। আপনারা সেই সকল মৌলবীদের মত নন যারা মেম্বারে দাঁড়িয়ে শুধু ভাষণ দেয়, কিন্তু নিজেদের বেলাতে তাদের বিভিন্ন বিষয়ের মাপকাঠি বদলে যেতে থাকে। এর বিরপরীতে যেন এমনটি হয় যে, আপনারা যা কিছু বলেন , তা নিজেও করে দেখান। যদি আপনারা জামাতের প্রত্যেক সদস্যের মধ্যে এই অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারেন তবে জামাতের সদস্যদের মনে আপনার প্রতি সম্মান কয়েক গুণ বেড়ে যাবে। কোন জাগতিক তোষামোদ বা বিচক্ষণতার পরিণামে সম্মান বৃদ্ধি পায় না। সম্মান দিয়ে থাকেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা। আর এটি তখনই হবে যখন আপনাদের কথার সঙ্গে কর্মের সামঞ্জস্য থাকবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অনুরূপভাবে কর্মক্ষেত্রে কিছু কিছ ব্যবহারিক বিষয় আপনাদের সামনে আসবে। সেক্ষেত্রে আপনারা সব সময় বিচার-বিবেচনা করে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন যাতে জামাতের উপকার হয়। যেমন খরচ সংক্রান্ত বিষয়ে আপনারা যেমন নিজেও বুঝে শুনে খরচ করবেন তেমনি পদাধিকারীদেরকে সেভাবে খরচ করার জন্য বোঝানোও আপনাদের কাজ। আমরা দরিদ্র জামাত। কয়েকজন মানুষের চাঁদার অর্থে আমাদের ব্যয় নির্বাহ হয়। জামাতের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী দরিদ্র বা তাদেরকে খুব ধনী বলা যায় না। এই কারণে আপনাদের মধ্যে এই চেতনা থাকা দরকার আমাদের যে চাঁদা আসে তার তুলনায় যেন ব্যয় কমপক্ষে হয়। এবং কম খরচে বেশি কাজ করার চেষ্টা করুন। অর্থনীতির একটি নীতি হল সফলতা সেই লাভ করে যে কম খরচে বেশি লাভ করতে পারে। অতএব আপনাদেরকেও একথা সবসময় স্মরণ রাখতে হবে। আমাদের পরিকল্পনা অনেক বড় বড়। এবং ইনশাল্লাহ্ আল্লাহ্ সেগুলিকে পূর্ণ করবেন। কেননা আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি আছে। কিন্তু এর জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যে সমস্ত উপায়-উপকরণ দিয়েছেন সেগুলিকে কাজে লাগিয়ে আমরা এই বৃহৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করব।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) জামাতকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, "জামাতের সম্মান ও মহত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখ।" জামাতের সম্মান ও মহত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখা একজন মুরুব্বী, মুবাল্লেগ, ওয়াকফে যিন্দগী সব থেকে বড় দায়িত্ব। সব সময় যেন আপনাদের কাছে জামাতের সম্মান ও মহত্ব প্রাধান্য পায়। আর এটি তখনই সম্ভব, যেরূপ আমি পূর্বে বলেছি, যখন আপনারা সব সময় নিজেদের উপর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখবেন, একদিকে আপনাদের ইবাদতের মান যেমন উন্নত হবে তেমনি নৈতিকতার মানও যেন উচ্চ হয়। প্রত্যেক বিষয়ে আপনারা যেন অনুকরনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী হন। যখন বাড়িতে থাকেন তখন আপনার পরিবারের সামনে উন্নত দৃষ্টান্ত তুলে ধরুন। আর আপনি যখন বাড়ির বাইরে আছেন তখন কথাবার্তা ও চাল-চলনে যেন উচ্চ মান বজায় থাকে। আপনার পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও যেন উন্নত দৃষ্টান্ত থাকে এবং প্রত্যেকে যেন আপনাকে দেখে বলে যে, এরা জামাতের আহমদীয়ার প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব করে এবং এদের দ্বারা কখনও এমন কোন কাজ সম্পাদিত হয় না যা জামাতের স্বার্থের পরিপন্থী হয়। এরা এমন মানুষ যারা নিজেদের সম্মানকে বাজি রেখে জামাতের সম্মান ও মহত্বকে অক্ষুণ্ন রাখে। অতএব আপনাদেরকে এই মানে উপনীত হতে হবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অতঃপর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, " তোমাদের একটি লক্ষ্য হওয়া থাকা উচিত।" আর সেই লক্ষ্য কি?

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

এটিই সেই লক্ষ্য যা মোটের উপর জামাতের প্রত্যেক সদস্যের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু মুরুব্বীদের জন্য এটি চূড়ান্ত লক্ষ্য। এটি একটি ব্যপক কাজ। যখন আমরা ইইয়া কানাবুদু বলি, তখন আমাদের ইবাদতের মানকে উন্নত করতে হবে, যেরূপ আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এটি কেবল কর্তব্য নয় এটি হল চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং জামাতের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করার জন্যও। এবং আল্লাহ্ তা'লার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার সামনে নতজানু হওয়া, কখনও কোন মানুষের সামনে মস্তক না নোয়ানো। কোন ব্যক্তির কারণে জাগতিকতার প্রতি প্রলুব্ধ না হওয়া, বরং প্রত্যেকটি বিষয়ে আল্লাহ্র তা'লার কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া। কেননা মানুষ ভুলে ভরা। আর আল্লাহ্ তা'লার কাছে সব সময় এই দোয়া করতে থাকা উচিত যে, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ আমাকে সহজ - সরল পথে পরিচালিত কর। যাতে আমি এমন কোন প্ররোচনায় পা না দিই যার কারণে জামাতের সম্মান ও মর্যাদার উপর আঘাত আসে, জামাতের মহত্বের উপর আঘাত আসে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বয়আতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এবং মুরুব্বী পদবি গ্রহণ করে তার উপর আঘাত আসে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: একজন নিজের কোন অনুচিত কাজের দ্বারা কেবল নিজের সুনাম হানিই করে না বরং সমগ্র জামাতের সুনাম হানির কারণ হয়। অতএব اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ যেন সব সময় আপনাদের দৃষ্টিপটে থাকে এবং এবিষয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করেন। এবং اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ ঐ সমস্ত মানুষদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করুন যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা পুরস্কৃত করেন। অতএব যখন এমন পুরস্কৃতদের অন্তর্ভুক্ত হবেন একমাত্র তখনই হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উক্তি অনুসারে আমরা সেই চারটি বিষয়ের উপর আমলকারী হব এবং তাঁর ইচ্ছানুসারে নিজেদের লক্ষ্য অর্জনকারী হব। এই কথাটি সব সময় নিজেদের সামনে রাখা উচিত। আর এই বিষয়গুলির জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাকওয়াও যেন থাকে। প্রত্যেক মুরুব্বীর তাকওয়া উচ্চ মানের হওয়া বাঞ্ছনীয়। একজন বুযুর্গের কাপড়ে সামান্য দাগ লেগে ছিল আর সেই দাগ তিনি ধুচ্ছিলেন। তার এক মুরীদ জিজ্ঞাসা করল যে, হুযুর আপনি তো ফতওয়া দিয়ে রেখেছেন যে, এটুকু দাগকে নোঙরা বলা চলে না, এতে নামায ও অন্যান্য ইবাদত করা বৈধ। আপনার কাপড়ও তো পরিস্কার রয়েছে। তিনি উত্তর দিলেন, আমি যেটি তোমাদেরকে বলেছিলাম সেটি হল ফতোয়া বা নিদান। আর আমি যেটি করছি সেটি হল তাকওয়া। অতএব একজন মুরুব্বীকে ফতোয়া ও তাকওয়ার মধ্যে পার্থক্য রাখার জন্য নিজেদের মানকে সমুন্নত করতে হবে। এবিষয়টি সব সময় স্মরণে রাখবেন। এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রাখলে ইনশা আল্লাহ্ তা'লা আপনারা কর্মক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট মানের মুবাল্লিগের ভূমিকা পালনকারী হয়ে উঠবেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আল্লাহ্ করুক আপনারা সকলে আমার কথা গুলি কেবল ডাইরিতেই লিখে না রেখে বরং কর্মক্ষেত্রে গিয়ে এগুলিকে বাস্তবায়িতও করেন এবং একজন দৃষ্টান্ত-স্থানীয় মুবাল্লিগ হয়ে উঠুন। আপনারা যেন সেই বিপ্লব সাধনকারী হয়ে ওঠেন যাদেরকে প্রস্তুত করার জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে আল্লাহ্ তা'লা এই যুগে পাঠিয়েছেন এবং আপনারা যেন খিলাফতে আহমদীয়ার যথার্থ বাহুশক্তি হয়ে ওঠেন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে তৌফিক দান করুন। আমীন।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে ওয়াকফে নও খুদ্দামদের সঙ্গে ক্লাস

সাড়ে এগারোটার সময় হুযুর আনোয়ার (আই.) হলঘরে আসেন যেখানে ওয়াফে নও খুদ্দামদের সঙ্গে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে। এরপর সায়াদাত আহমদ সাহেব আরবীতে হাদীস উপস্থাপন করেন। এবং আনসার আফজল সাহেব উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন।

হাদীস:

হযরত সুহেল (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি আঁ হযরত (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করে যে, হে আল্লাহ্র রসূল! আমাকে এমন কোন কাজ বলুন যা করলে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে খুব ভালবাসবেন এবং মানুষও আমাকে ভালবাসতে শুরু করবে। তিনি (সা.) বললেন: জগত বিমুখ হয়ে যাও আল্লাহ্ তা'লাও তোমাকে ভালবাসবেন। মানুষের কাছে যা কিছু আছে সেগুলি পাওয়ার বাসনা ত্যাগ কর, তবে মানুষও তোমাকে ভালবাসতে শুরু করবেন।

(ইবনে মাজা, বাবুয যোহদ)

এরপর ইমরান যাকা সাহেব হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মালফুযাত পেশ করেন।

মালফুযাত

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: " খোদার বান্দা কারা। এরা সেই সমস্ত মানুষ যারা খোদা তা'লা প্রদত্ত জীবনকে আল্লাহ্ তা'লার পথে উৎসর্গ করাকে এবং নিজের ধন-সম্পদকে তাঁরই পথে ব্যয় করাকে খোদার কৃপা ও অনুগ্রহ জ্ঞান করে। কিন্তু যারা জাগতিক ধন-সম্পদকেই নিজেদের উদ্দেশ্য ও বিধেয় বানিয়ে নেয় তারা অবহেলার দৃষ্টিতে ধর্মকে দেখে থাকে। কিন্তু প্রকৃত মুমিনের এটি কাজ নয়। প্রকৃত ইসলাম হল, আল্লাহ্ তা'লার পথে নিজের যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্য আজীবন উৎসর্গ করতে থাকা যাতে সে পবিত্র জীবনের উত্তরাধিকারী হয়। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা এই পথে উৎসর্গীকরণের বিষয়ে বলেন: (আল-বাকারা: ১১৩) এখানে আসালামা ওয়াজহাহুর অর্থ এটিই যে, আত্ম-বিলীনতা ও বিনম্রতার পোশাক পরিধান করে আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়ে আসা এবং নিজের জীবন, ধন-সম্পদ, সম্মান-মোটকথা যা কিছু তার কাছে খোদার পথে উৎসর্গ করা এবং পৃথিবী ও এর সমস্ত কিছুকে তার সেবকে পরিণত করা। "

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৬৪)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-8 Thursday, 4 May, 2023 Issue No.18

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

তিনি আরও বলেন, " সাহাবাদের জীবন দেখা উচিত। তারা জীবনকে ভালবাসতেন না, সর্বক্ষণ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতেন। বয়াতের অর্থ হল নিজেকে বিক্রয় করে দেওয়া। মানুষ যখন নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দেয় তখন সে পৃথিবীকে মাঝখানে কেন টেনে আনে। "

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫০৪)

তিনি আরও বলেন: " সাহাবাগণের সম্পর্কও এই পৃথিবীর সঙ্গে ছিল। তাদের ধন-সম্পদ ছিল, চাষাবাদ ছিল। কিন্তু তাদের জীবনে কীরূপ বিপ্লব সাধিত হল যে, তারা সকলে সহসাই সমস্ত কিছু থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন-

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَ
مَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

অর্থাৎ আমাদের সমস্ত কিছুই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে। যদি আমাদের মধ্যে এমন ধরণের মানুষ সৃষ্টি হয়ে যায় তবে এর থেকে সম্মানীয় ঐশী বরকত আর কি-ই বা হতে পারে!"

(আল-হাকাম, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৪)

এর পর হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রহ.) রচিত একটি নযম পরিবেশিত হয়। নযমের পর সৈয়্যদ হাসানাত আহমদ সাহেব (ওয়াকফে নও খাদেম) ' ওয়াকফে নওদের দায়িত্বাবলী' বিষয়ের উপর বক্তৃতা রাখেন।

ওয়াকফীনে নওদের দায়িত্বাবলী

প্রিয় হুযুর! আজ এই ক্লাসে খলীফার সেবক এমন সব ওয়াকফীনে নওরা আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছে যারা পনের বছর উত্তীর্ণ হওয়ার পর ওয়াকফের নবীকরণ করে পড়াশোনা শেষ করে নিজেদেরকে উৎসর্গ করার জন্য পেশ করে এই অঙ্গিকার করছে যে, প্রিয় হুযুর আমাদেরকে যেখানেই খিদমত করার সুযোগ দিন না কেন সেটিকে আমরা নিজেদের সৌভাগ্য মনে করব। হুযুরের নিকট দোয়ার আবেদন করব যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এই ত্যাগ স্বীকারকে নিজ কৃপা গুণে গ্রহণীয়তার মযার্দা দিন এবং আমাদের গ্রহণযোগ্য খিদমত করার তৌফিক দান করুন।

প্রিয় ওয়াকফীনে নও ভাইয়েরা! এটি পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে,পিতা-মাতারা তাহরীকে ওয়াকফে নওয়ের সূচনাপর্বেই আমাদেরকে এই আশিসপূর্ণ তাহরীকের জন্য উপস্থাপন করেছেন এবং আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা এমনভাবে করেছেন যে আজ আমরাও নিজেদেরকে ওয়াকফ করার জন্য উপস্থাপন করেছি। আর আমরা কতই না সৌভাগ্যবান যে, যুগ খলীফা আমাদেরকে পদে পদে পরিচালিত করছেন এবং বাস্তবিক খিদমতের জন্য প্রস্তুত করছেন। সৈয়্যদানা ও ইমামানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস (আই.) একবার একটি বার্তায় বলেন:

" প্রত্যেক ওয়াকফে নও যারা রীতিমত এই স্কীমের অন্তর্গত অর্থাৎ জামাতের স্থায়ী কর্মী হিসেবে কাজ করুক বা না করুক, সে অবশ্যই ওয়াকফে যিন্দগী। তার প্রত্যেক কথা ও কর্ম ওয়াকফে যিন্দগীর মান সম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয় যার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তাকওয়া। এ বিষয়টিকে সর্বাগ্রে রাখুন যে, আপনাদেরকে তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে এবং প্রত্যেকটি কাজ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করতে হবে। ..... বিশেষ করে এই সমাজে যেখানে স্বাধীনতার রমরমা চলছে এবং স্বাধীনতার নামে নৈতিক অবক্ষয় সর্বত্র চোখে পড়ছে। এক্ষেত্রে আমাদের নিজেদেরকে প্রত্যেকটি দিক থেকে নিরাপদ রাখতে হবে এবং একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে হবে যাতে অন্যান্য যুবক ও কিশোররাও আমাদেরকে দেখে নমুনা নেয়। এবং এইভাবে আমাদের আহমদী কিশোর ও যুবকদের জন্য নমুনা হয়ে তাদের সংশোধনের কারণ হয়। অতএব এই কথাটি স্মরণ রাখুন যে, আপনাদেরকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষা ও নির্দেশের আলোকে ইসলামী নমুনা অনুসারে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করতে হবে। আর এটি তখনই সম্ভব হবে যখন আপনারা সব সময় খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে বিশ্বাস ও অনুরাগের সম্পর্ক রেখে চলবেন এবং যুগ খলীফার প্রত্যেকটি উপদেশকে মান্য করার আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। যদি এটি করতে সক্ষম হন তবে আপনারা এই অঙ্গীকার পুরণকারী হবেন যা ওয়াকফে নও হিসেবে খোদা তা'লার সঙ্গে করেছেন বা পিতামাতা আপনাদের জন্মের পূর্বেও ওয়াকফের মাধ্যমে করেছেন। "

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'ইসমাঈল'-এর সূচনা কালে হুযুর আনোয়ারের বার্তা, ১লা এপ্রিল, ২০১২)

অনুরূপভাবে হুযুর আনোয়ার (আই.) একটি ভাষণে একজন ওয়াকফে নও-এর বৈশিষ্টাবলী বর্ণনা করে আমাদের উদ্দেশ্যে বলেন: প্রত্যেক ওয়াকফে নও-এর নিজেরও দায়িত্ব যে, সে তার দৈনন্দিন জীবন এমনভাবে পরিচালনা করে যেন তা খোদা তা'লার পথে আত্ম-উৎসর্গকারীর (ওয়াকফ) মযার্দা সম্মত হয়। এর জন্য প্রয়োজন, আপনারা চেষ্টা করতে থাকুন যেন খোদা তা'লার নৈকট্যভাজন হতে পারেন এবং প্রতিটি দিন অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি ভালবাসার ক্ষেত্রে ক্রমশঃ উন্নতির পথে আগুয়ান হন। এর পাশাপাশি সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গেও বিশ্বাস ও অনুরাগের সম্পর্ক বজায় রেখে খিলাফতের সঙ্গে পূর্ণ আনুগত্য যেন জীবনের রীতি ও অংশ হয়।। জামাতের ব্যবস্থাপনা যেন আপনাদের দৃষ্টিতে এবং জীবনে যাবতীয় বিষয়ের উপর অগ্রাধিকার পায়। আপনাদের মধ্যে তখনই ওয়াকফে নও-এর মহান দায়িত্বকে উত্তমরূপে পালন করার যোগ্যতা সৃষ্টি হবে যখন আপনাদের মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হবে। আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আপনাদের জীবনকে তদনুরূপ করে তুলতে হবে, ইসলামের শিক্ষা যা আমাদের কাছে দাবি করে। উঠতে, বসতে, চলতে ফিরতে আপনাদের দৃষ্টান্ত স্পষ্টরূপে শ্রেষ্ঠ হিসেবে পরিলক্ষিত হওয়া দরকার। অন্যথায় মানুষ আপনাদের প্রতি দোষারোপ করার সুযোগ পাবে এবং বলবে এই ওয়াকফে নও-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উন্নত মানের নয়।"

(যুক্তরাজ্যে বাৎসরিক ইজতেমা উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ারের ভাষণ, প্রদত্ত ২৬ শে ফেব্রুয়ারী, ২০১১)

তিনি আরও বলেন: " সব সময় নিজেদের ওয়াকফে নও-এর অঙ্গীকার স্মরণে রাখবেন। এবং এও স্মরণে রাখবেন যে, এই অঙ্গীকার খোদা তা'লার সঙ্গে যিনি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন। তাঁর কাছে কোন বিষয় গোপন নয়। তিনি আপনাদের সমস্ত কাজ লক্ষ্য করছেন। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, আপনাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং যে অঙ্গীকার আপনারা করেছেন তার সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা হবে। এই কারণে এটি একটি বিরাট বড় দায়িত্ব যা ওয়াকফে নওদের উপর অর্পিত হয়েছে। অতএব এই অঙ্গীকার পুর্ণ করার জন্য এর গুরুত্ব এবং প্রকৃত অর্থ বোঝা দরকার। আপনাদের মধ্যে অনেকে আছেন যারা খুব শীঘ্রই কর্মক্ষেত্রে পদার্পণ করবে বা হয়তো ইতিমধ্যেই যোগ দিয়েছেন। এই জন্য আপনাদের কর্তব্য হল, প্রতিদিন নিজেদের বিষয়ে পর্যালোচনা করা এবং দেখা যে, সত্যিই কি আপনারা এই অঙ্গীকার পুর্ণ করছেন ? আপনারা কি আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনে ক্রমশঃ উন্নতি করছেন? তাকওয়ার পথে কি পরিচালিত হচ্ছেন। যদি এই প্রশ্নগুলির উত্তর 'না' হয় তবে আপনাদের ওয়াকফ করা জামাতের কোন উপকারে আসবে না। "

(ওয়াকফীনে নওদের বাৎসরিক ইজতেমায় হুযুর আনোয়ারের ভাষণ, প্রদত্ত: ৬ই মে, ২০১২)

প্রিয় ভাইয়েরা! আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ আমাদের সাথে ক্লাসে অংশ গ্রহণ করেন। এবং তিনি আমাদেরকে এমন নির্দেশাবলী দিয়ে থাকেন যেগুলি পালন করার মাধ্যমে আমরা ভবিষ্যতে আমাদের উপর অর্পিত গুরু দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জন করতে পারি। হুযুর আনোয়ার (আই.) একটি ভাষণে উপদেশ দিয়ে বলেন:

বর্তমানে ইসলামের উপর চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করা হচ্ছে এবং ইসলামের বিরোধীতায় কত কি-ই না বলা ও লেখা হচ্ছে। এমতাবস্থায় আপনাদেরকে ইসলামকে রক্ষা করার জন্য রুখে দাঁড়াতে হবে। ইসলামী শিক্ষাকে রক্ষা করার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির পূর্ণ প্রচেষ্টা করা উচিত। কিন্তু একজন ওয়াকফে নও-এর ভূমিকা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি এবং স্পষ্ট হওয়া উচিত। কারণ,ওয়াকফে নও-দের পিতামাতা এই অঙ্গীকার করেছিল যে, তাদের সন্তানের জীবনের প্রতিটি মূহুর্ত ইসলামের সেবার জন্য উৎসর্গিত থাকবে। পনেরো বছর বয়সে উপনীত হওয়ার উপর আপনারা নিজেদের অঙ্গীকারের নবায়ন করেছেন যে, প্রতিটি মূহুর্ত ধর্মের সেবায় নিয়োজিত থাকব। অতএব সেই অঙ্গীকারকে পূর্ণ করে নিজেদের দায়িত্বাবলী বুঝে নিন। আপনারা যেখানে বসবাস করেনন সেই পাশ্চাত্যের সমাজে নিজেদেরকে এমন আলোর প্রদীপ রূপে উপস্থাপন করুন যার মধ্যে জাগতিকতার প্রতি মোহ এবং ক্রীড়া-কৌতুকের কোন উপাদান থাকে না বরং প্রকৃতই নিজেদেরকে আধ্যাত্মিকতার জ্যোতিতে প্রজ্জ্বলিত এক আলোক বর্তিকায় রূপায়িত করুন।

আমি দোয়া করি আপনাদের সবার জীবনে এই জ্যোতি সৃষ্টি হোক। আপনারা যদি এক্ষেত্রে সফলতা লাভ করেন, তবে ইনশা আল্লাহ্ আপনারা আমার এবং অনাগত খলীফাদের দুশ্চিন্তা লাঘবকারী হয়ে উঠবেন। কেননা একটি প্রদীপ থেকে আরেকটি প্রদীপ জ্বলে উঠে। অর্থাৎ নমুনা দেখে নমুনা গ্রহণ করা হয়। আপানদের মধ্যে যারা বড় তারা ওয়াকফে নও তাহরীকের প্রথম ফসল। এই কারণে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা আপনাদের উপর নির্ভর করছে। আপনাদের দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করেই সেই প্রবণতা সৃষ্টির ভিত রচিত হবে। আমি আপনাদেরকে বলছি, আগুয়ান হন এবং পুণ্যের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টিকারী কান্ডারী হয়ে উঠুন। আপনি মুবাল্লিগ, ডাক্তার, শিক্ষক, ইতিহাসবিদ, অর্থনীতিবিদ, বিজ্ঞানী যাই হন কেন, যে কর্মক্ষেত্রেই কাজ করুন না কেন, নিজেদের উৎকৃষ্ট কার্যকলাপের ছাপ রাখুন। এমন নমুনা দেখান যে, কেবল বর্তমান প্রজন্মই নয় বরং ভবিষ্যত প্রজন্মও আপনাদের জন্য দোয়া করে। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে এই সমস্ত দায়িত্বাবলী উত্তমরূপে পালন করার তৌফিক দান করুন।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir